সংক্ষিপ্ত তথ্য

Minority Rights Group

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা

মঞ্জুরুল ইসলাম, জাকির হোসেন ও নিকোল জিরার্

বাংলাদেশের সিলেটের একটি চা বাগানে একটি কুষ্ঠরোগী স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী দেখা করে চা পান করছে। 2023. ক্রেডিট: রুথ টাওয়েল/দ্য লেপ্রসি মিশন গ্রেট ব্রিটেন।

স্বীকৃতি

সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (SIDA)-এর আর্থিক সহায়তায় এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর জন্য শুধুমাত্র মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ দায়বদ্ধ এবং কোনো পরিস্থিতিতেই এটিকে SIDA-এর অবস্থানের প্রতিফল হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

লেখক/লেখিকার স্বীকৃতি

লেখক/লেখিকার পক্ষ থেকে সংগঠনগুলোকে স্বীকৃতি জানানো হচ্ছে, যেগুলোর নাম হলো উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা; অশ্রুমোচন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা; বাংলাদেশ দলিত এবং এক্সক্লুডেড রাইটস মুভমেন্ট; দলিত উইমেন ফোরাম; মৌলভীবাজার টি গার্ডেন কমিউনিটি আদিবাসী ফ্রন্ট; এবং জাতীয় আদিবাসী পরিষদকে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে FGD আয়োজন করতে সহায়তা প্রদানের জন্য। এই সকল সংগঠনের যে সদস্যদেরকে তাদের সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, তারা হলেন জয়ন্তী রবিদাস, খোকন সুইতেন মুর্মু, শিপন রবিদাস, তামান্না সিং বারিক, পরিমল সিং বারিক, সুনীল কুমার মৃধা এবং মনিরানী দাস। এছাড়া আমরা জয়িতা হোসেইন, সুলতান মোহাম্মদ, সালাউদ্দিন সিদ্দিক, আদ্রো জাহান, নক্ষত্র নূর এবং জয়ন্ত কুমার শাওন যেভাবে FGD পরিচালনা এবং FGD প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

লেখক/লেখিকার পরিচিতি

মনজুরুল ইসলাম, জাকির হোসেইন এবং নিকোল জিরারড। সিরা থিয়াম এবং লরেন আভেরির সহজপাঠ্য লেখা। আলিয়া সিনহা দ্বারা চিত্রিত। আলিয়া একজন চিত্রশিল্পী, থিয়েটার অনুশীলনকারী এবং নতুন দিল্লিতে অবস্থিত গ্রন্থাগারের কর্মী। তিনি বর্তমানে আগাজ থিয়েটার ট্রাস্টের কমিউনিটি লাইব্রেরির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর।

মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ

মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ (MRG) হলো একটি বেসরকারি সংগঠন (NGO), যারা বিশ্বজুড়ে জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে এবং সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার প্রচার করতে কাজ করে চলেছে। আমাদের কার্যক্রমে নিজেদের মতামত তুলে ধরা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা এবং যোগাযোগ করার উপর নজর দেওয়া হয়। বিশ্বজুড়ে থাকা আমাদের পার্টনার নেটওয়ার্ক সংগঠনের প্রয়োজনগুলো দ্বারা আমরা চালিত হই, যা সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনদের প্রতিনিধিত্ব করে।

MRG প্রায় 50টি দেশে 150টিরও বেশি সংগঠনের সাথে কাজ করে। বছরে দুইবার মিলিত হওয়া আমাদের পরিচালনা পরিষদ ১০টি আলাদা আলাদা দেশের সদস্যদের নিয়ে তৈরি হয়েছে। MRG-এর ইউনাইটেড নেশনস ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল (ECOSOC)-এর সাথে পরামর্শমূলক স্ট্যাটাস এবং আফ্রিকান কমিশন অন হিউম্যান অ্যান্ড পিপলস রাইটস (ACHPR)-এর সাথে পর্যবেক্ষক স্ট্যাটাস রয়েছে। MRG একটি নিবন্ধিত সমাজসেবী সংগঠন এবং ইংল্যান্ডের আইন অধীনে গ্যারান্টি দ্বারা একটি কোম্পানি লিমিটেড: রেজিস্টার্ড চ্যারিটি নং. 282305, লিমিটেড কোম্পানি নং. 1544957.

নাগরিক উদ্যোগ

নাগরিক উদ্যোগ (Citizen’s Initiative) হলো বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি মানবাধিকার এবং উন্নয়নমূলক সংগঠন, যারা পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলোকে ন্যায়বিচার, অধিকার এবং সুযোগসুবিধায় অ্যাক্সেস প্রদানের প্রচার ও তাদের এজেন্সি গড়ে তোলার জন্য কর্মরত, যাতে তারা নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারে এবং সম্মিলিতভাবে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারে। 1995 সালে স্থাপনের পর থেকে নাগরিক উদ্যোগ (NU) সামাজিক উন্নয়ন প্রোগ্রাম, গবেষণা, মতামত তুলে ধরা এবং নেটওয়ার্কিং সহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু লোকজনের ক্ষমতায়নের জন্য কর্মরত। ইউনাইটেড নেশনস ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল (ECOSOC)-এর সাথে NU-এর পরামর্শমূলক স্ট্যাটাস আছে।

© মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ 2024 সব অধিকার সংরক্ষিত।

এই প্রকাশনার মেটিরিয়াল শিক্ষামূলক কিংবা অন্যান্য অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের জন্য পুনরায় প্রস্তুত করা যেতে পারে। কপিরাইট হোল্ডারদের থেকে আগাম অনুমতি না নিয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের জন্য কোনো প্রকারে এটির কোনো অংশ পুনরায় প্রস্তুত করা যাবে না। অধিকতর তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে MRG-এর সাথে যোগাযোগ করুন। এই প্রকাশনার একটি CIP ক্যাটালগ ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে।

ISBN অনলাইন : 978-1-915898-17-3. **প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর** 2024-এ।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা এই বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধিতে একটি যোগদান হিসাবে MRG কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে, যা এটির বিষয় গঠন করে। লেখক/লেখিকার লেখা এবং মতামতগুলো যে প্রতিটি বিশদ অনুযায়ী এবং এগুলোর সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যৌথভাবে MRG-এর, এমনটা নাও হতে পারে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা

সহজপাঠ্য সারাংশ 2
এগজিকিউটিভ সারাংশ এবং সুপারিশ 14
পদ্ধতি 16
পটভূমি 17
সরকারি কর্তৃপক্ষের কৌশলের স্বীকৃতি ও অধিকার সুরক্ষা 19
উদ্বেগের বিষয় 21
সামাজিক বৈষম্য 21
সুস্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা এবং সমাজসেবার অধিকার 21
প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত অ্যালাউন্স 23
শিক্ষার অধিকার 24
তথ্যে অ্যাক্সেস 25
প্রতিবন্ধী মহিলা 26
রাজনৈতিক অধিকার এবং জনপরিষেবায় সমান অ্যাক্সেস 27
দারিদ্র ও সম্মানজনক কাজের অধিকার 27

উপসংহার 28

সংযোজন 29
নোট 30

সহজপাঠ্য সারাংশ

এই প্রতিবেদন সম্পর্কে

এই প্রতিবেদনটি হলো বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা।

এই প্রতিবেদনের জন্য লেখক/লেখিকারা আইন ও নীতি খতিয়ে দেখে এবং সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় সম্প্রদায়

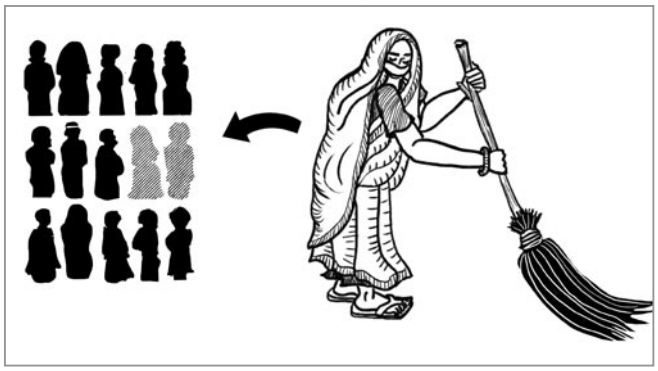

দলিতরা হলো একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অন্যরা তাদেরকে ‘অস্পৃশ্য’ হিসাবে দেখেন এবং তারা টয়লেট ও নর্দমা পরিষ্কার করার জন্য বিপজ্জনক এবং কষ্টসাধ্য কাজ করেন।

তাদের অন্যরা 'অস্পৃশ্য' হিসেবে দেখে এবং টয়লেট ও নর্দমা পরিষ্কার করার মতো বিপজ্জনক ও ক্লান্তিকর কাজ করে।

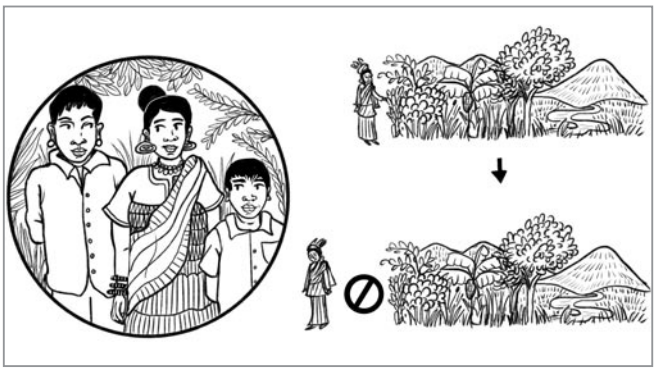

আদিবাসীরা হলেন স্বদেশীয় লোকজন। তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং নিজেদের চিরাচরিত জমি থেকে অ্যাক্সেস হারাচ্ছেন।

অনেক সময় আদিবাসী এবং জাতিগত বাঙালিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, যারা আদিবাসীদের জমি দখলের চেষ্টা করেন।

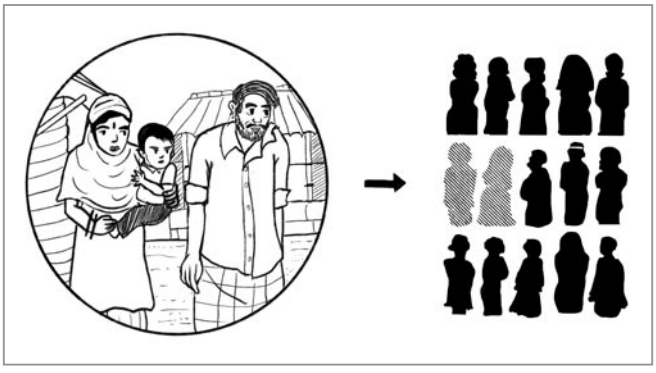

বিহারীরা এক প্রকারের মুসলমান সংখ্যালঘু, যারা সবেমাত্র 2008 সালে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

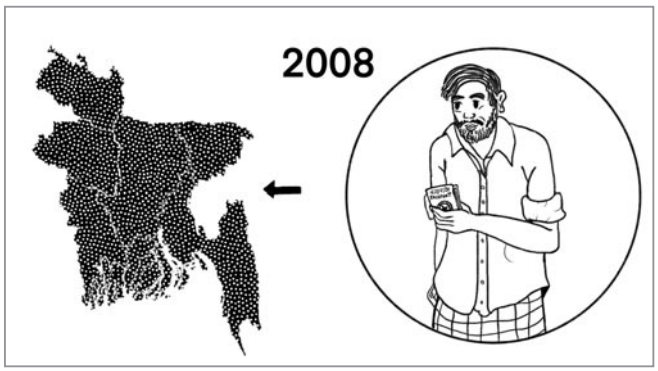

তারা শুধুমাত্র 2008 সালে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

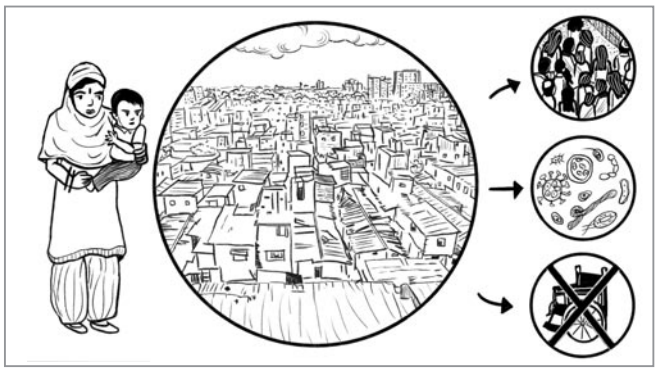

অনেক বিহারী অস্থায়ী ক্যাম্পে বসবাস করেন, যেগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ থাকেন, সেগুলো অপরিচ্ছন্ন এবং অ্যাক্সেসযোগ্য নয়।

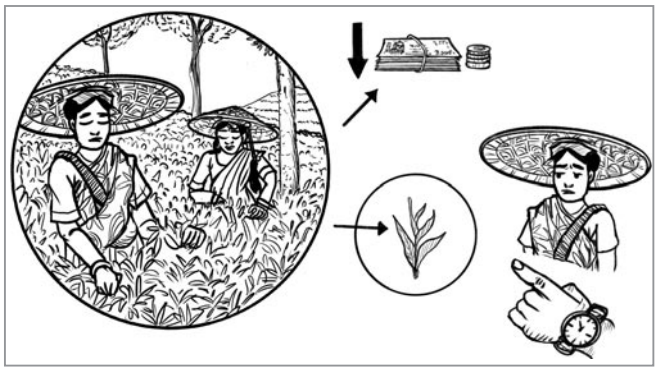

বাংলাদেশের যে অঞ্চলগুলোতে চা চাষ করা হয়, সেখানে চা বাগান সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করেন। তাদেরকে অত্যন্ত কম মজুরি দেওয়া হয় এবং তারা যে কাজ করেন, সেই ব্যাপারে তাদের খুব কম বিকল্প আছে।

'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা' সম্পর্কে

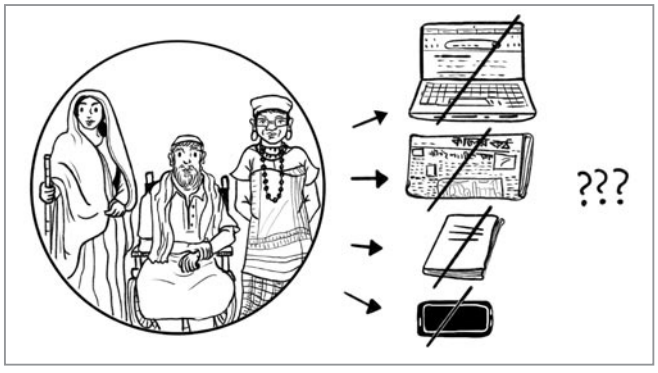

'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা' সম্পর্কে।

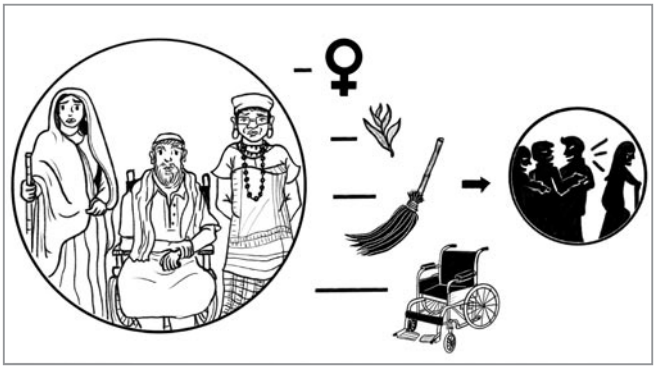

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী লোকজন নানা বৈষম্যের সম্মুখীন হন, যার মানে তারা নিজেদের পরিচয়ের কারণে খারাপ আচরণের শিকার হয়ে থাকেন।

সরকার থেকে সাহায্য পেতে এবং প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে বাংলাদেশে থাকা প্রতিবন্ধী লোকজনকে তাদের প্রতিবন্ধকতা রেজিস্টার করার জন্য স্থানীয় সরকারি অফিসে যেতে হয়। তবে সরকারি অফিসগুলো অনেক দূরে অবস্থিত এবং যাতায়াত করাটাও ব্যায়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর।

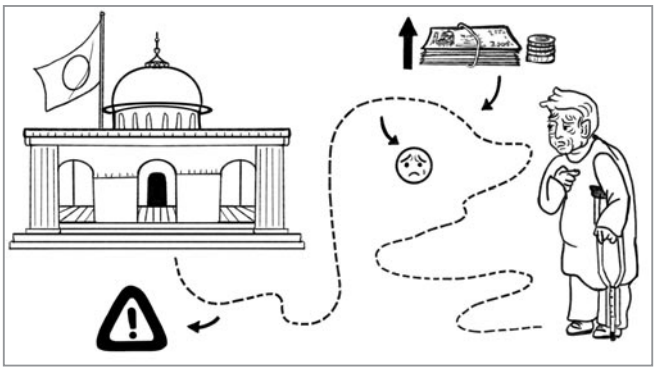

তারা ক্ষমতায় থাকার পর এসব প্রতিশ্রুতি রাখেনি।

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের অনেক প্রতিবন্ধী লোকজন জানেন না যে সরকারের কাছ থেকে কীভাবে সাহায্য পেতে হয়। অনেককে আবার সরকারি সাহায্য থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে পারেন না।

রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অব পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ অ্যাক্ট (RPPDA) বা প্রতিবন্ধী লোকজনের অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনের বিশদ

বাংলাদেশে রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অব পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ অ্যাক্ট 2013 (RPPDA) হলো এমন একটি আইন, যা প্রতিবন্ধী লোকজনকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করে।

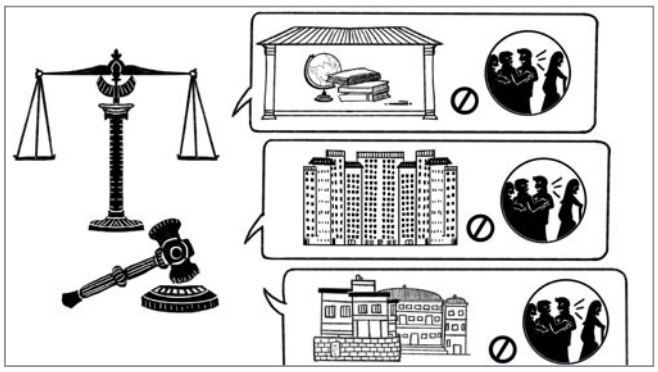

এই আইনের অধীনে, প্রতিবন্ধী লোকজনকে স্কুল, ব্যবসা এবং অন্যান্য সংগঠনে বৈষম্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

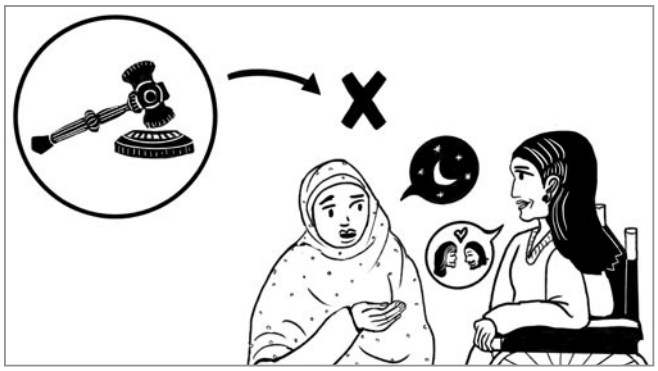

এই আইনে প্রতিবন্ধী মহিলাদের অভিজ্ঞতার উপর সুনির্দিষ্টভাবে নজর দেওয়া হয় না।

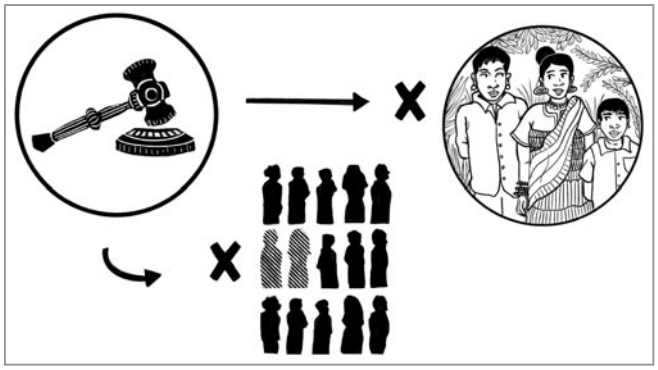

এই আইনে সংখ্যালঘু বা স্বদেশীয় লোকজনের ব্যাপারে কথা বলা হয় না।

শিক্ষা অ্যাক্সেস করা

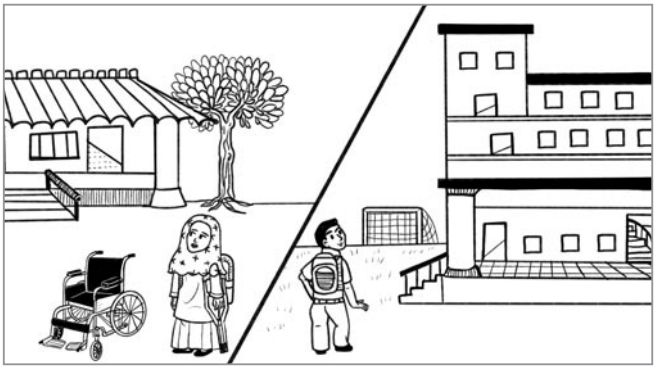

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিভক্ত: প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকের জন্য একটি মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা।

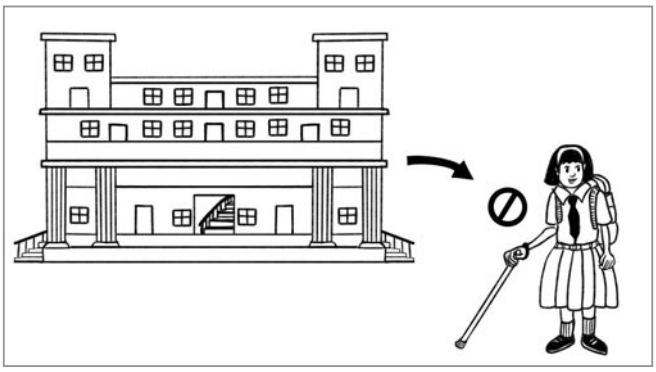

বাংলাদেশে মূল ধারার স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের যেতে দেওয়া হয় না।

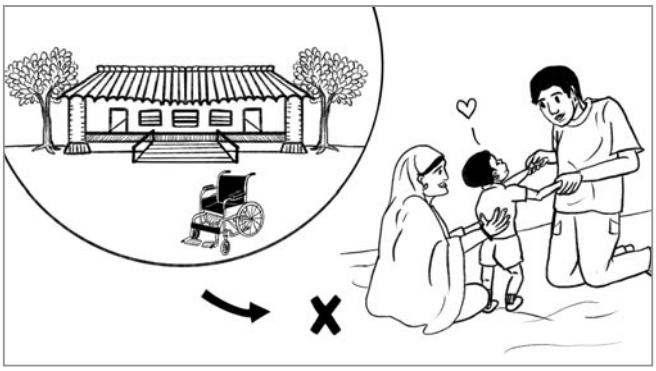

বিশেষ শিক্ষার স্কুলগুলো আবার উচ্চতর চাহিদা থাকা শিশুদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারে না।

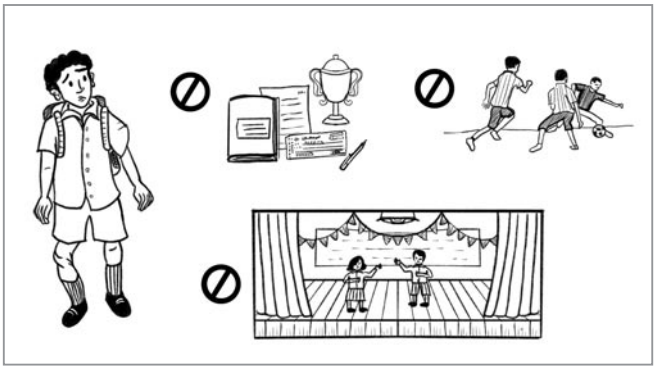

প্রতিবন্ধী দলিত শিশুরা স্কলারশিপ, সাংস্কৃতিক কার্যাবলী এবং স্কুলে খেলাধূলা থেকে বঞ্চিত।

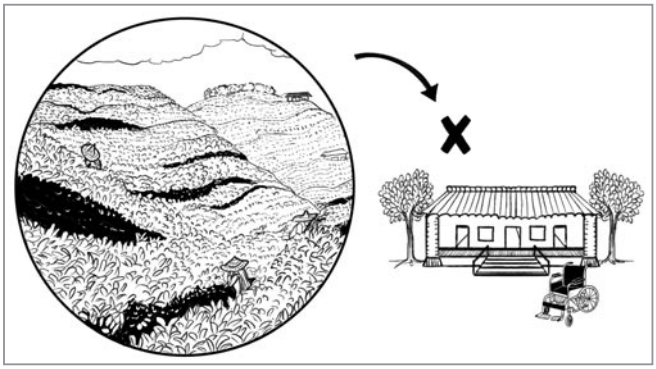

চা বাগানগুলোতে কোনো বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত স্কুল নেই।

প্রতিবন্ধী বিহারী শিশুরা অনেক সময়ই স্কুল ছেড়ে চলে যায়, তার কারণ তারা অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের থেকে বৈষম্যের শিকার হয়।

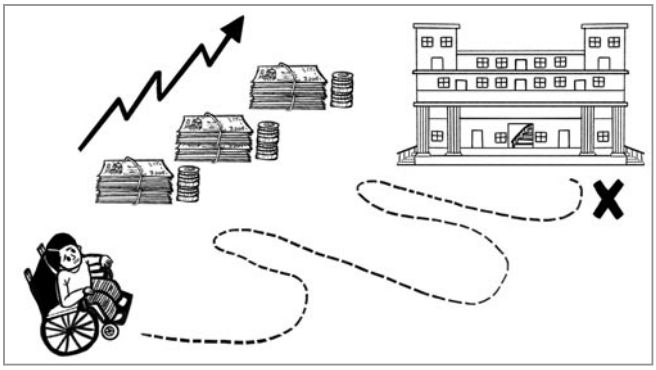

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী শিশুরা অনেক সময় স্কুলে যেতে পারে না, কারণ সেগুলো তাদের কাছে অত্যন্ত ব্যায়বহুল।

স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক পরিষেবায় অ্যাক্সেস

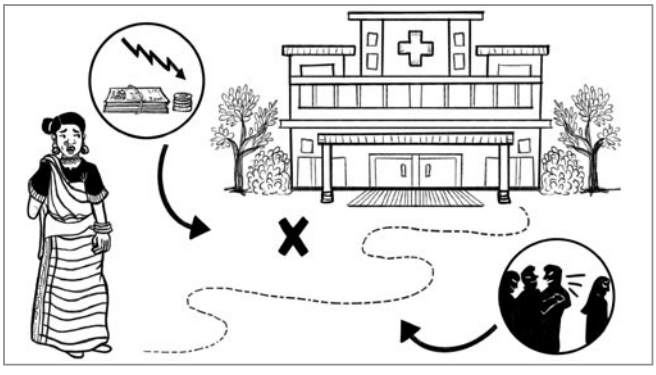

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী লোকজন ভালো মানের এবং আয়ত্তের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা পান না, তার কারণ দারিদ্র এবং বৈষম্য।

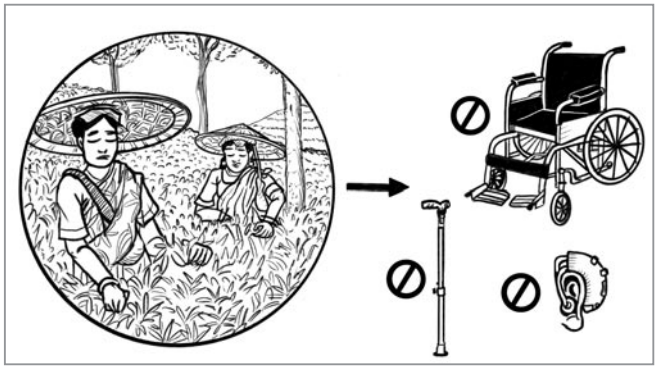

চা বাগানের অনেক লোকজনেরই হুইলচেয়ার, মোবিলিটি কেন বা হিয়ারিং এইডের মতো কোনো প্রকারের সহায়তামূলক ডিভাইসে অ্যাক্সেস নেই

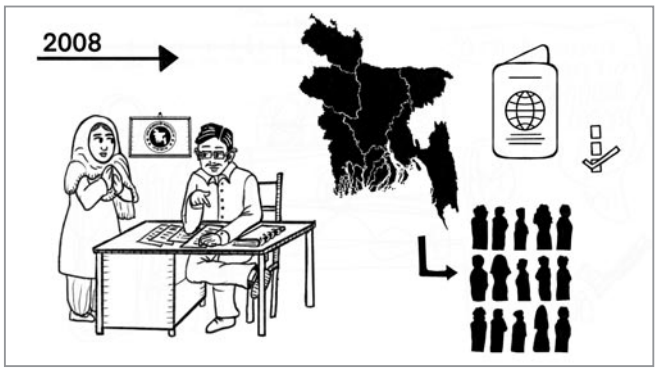

প্রতিবন্ধী বিহারী লোকজন কেবলমাত্র 2008 সালের পর থেকে সরকারি সাহায্য পেতে শুরু করেন, যখন বিহারীদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

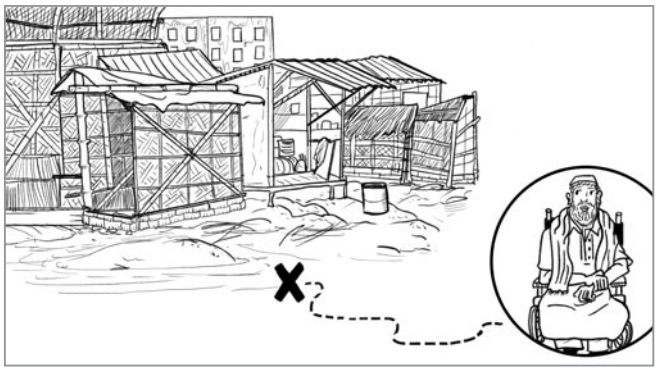

যে ক্যাম্পে অনেক বিহারী লোকজন বসবাস করেন, তা শারীরিক প্রতিবন্ধী লোকজনের কাছে অ্যাক্সেসিবল নয়।

তথ্য প্রবেশাধিকার

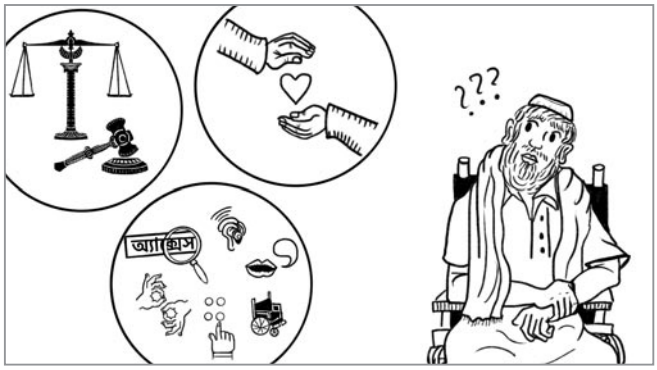

অনেক প্রতিবন্ধী লোকজন প্রতিবন্ধী আইন, সরকারের থেকে উপলভ্য সহায়তা বা প্রতিবন্ধকতা পরিষেবার ব্যাপারে খুব বেশি জানেন না।

বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী লোকজন প্রতিবন্ধী লোকজনের ব্যাপারে সরকারের সমীক্ষার ব্যাপারেও শোনেননি।

প্রতিবন্ধী মহিলা এবং মেয়েদের জন্য সমস্যা

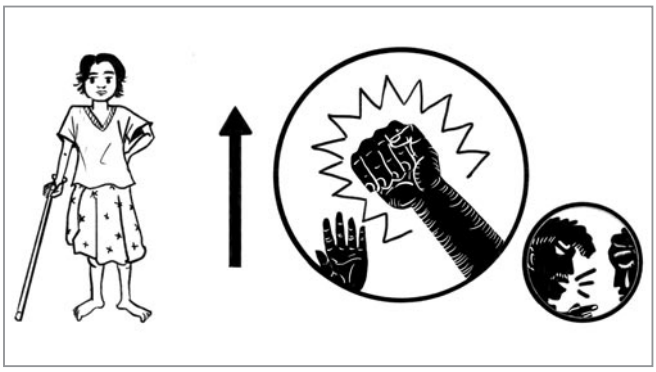

দলিত প্রতিবন্ধী মেয়েরা অনেক বেশি হিংসার শিকার হয়ে থাকেন।

দলিত এবং আদিবাসী প্রতিবন্ধী মহিলাদের সম্পত্তির মালিকানার অনুমতি নেই।

বিহারী বাবা-মায়েরা মনে করেন না যে তাদের প্রতিবন্ধী মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো উচিত।

জনগণের পরিষেবায় সমান অ্যাক্সেস এবং রাজনৈতিক অধিকার

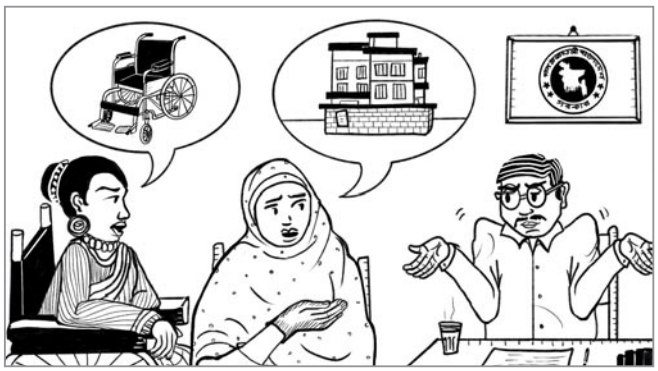

বাংলাদেশে থাকা সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের অনেক প্রতিবন্ধী লোকজন মনে করেন যে তাদের দাবিগুলো সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে না।

দলিত প্রতিবন্ধী লোকজন বলেছেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ দলিতদের কাছে রাজনৈতিক প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবে তারা ক্ষমতা পাওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করেননি।

তারা ক্ষমতায় থাকার পর এসব প্রতিশ্রুতি রাখেনি।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুপারিশ এবং উপসংহার

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই বহুদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছেন।

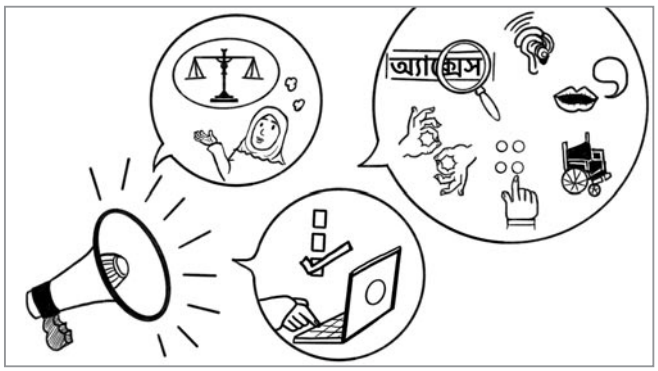

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী লোকজন যে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, সে ব্যাপারে আরও গবেষণা করতে হবে

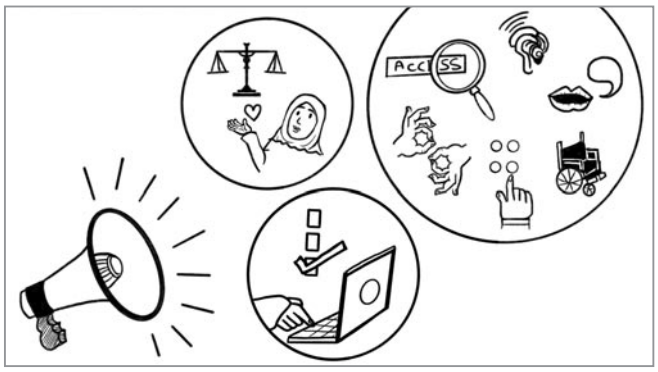

আইন অনুযায়ী লোকজন যে অধিকার পাবেন, সেই ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করলে তাদের প্রতিবন্ধকতা রেজিস্টার করা যাবে এবং তারা প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে পারবেন।

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী লোকজনের প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য আইন পরিবর্তন করতে হবে এবং বৈষম্য বন্ধ করতে হবে।

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় প্রতিবন্ধী লোকজনকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাতে হবে, বিশেষত যে সিদ্ধান্তগুলো তাদের জীবনে প্রভাব ফেলে এমন ক্ষেত্রগুলোতে।

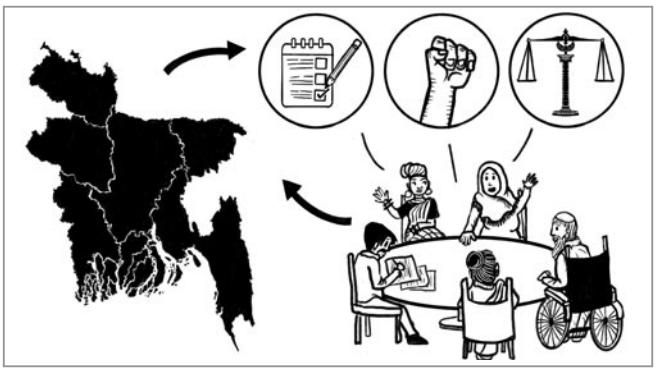

সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ে থাকা প্রতিবন্ধী মানুষজনের অধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা এবং কৌশল তৈরি করা এবং প্রক্রিয়াতে এই গোষ্ঠীগুলোকে অংশগ্রহণ করানো।

এগজিকিউটিভ সারাংশ এবং সুপারিশ

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের জন্য,[1] তাদের দৈনন্দিন জীবন জুড়ে বৈষম্য এবং গুরুত্বহীন হয়ে পড়া একটা বাস্তব হয়ে উঠেছে। দারিদ্র এবং ইন্টারসেক্ট বাদ যাওয়ার ফলে নিয়মিতভাবে বৈষম্য ও অধিকারগুলোর অপব্যবহার হচ্ছে। সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তারা যে বৈষম্যের শিকার হন, প্রতিবন্ধকতা তাদের সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে, শুধু সমাজ থেকে নয়, নিজের সম্প্রদায় থেকেও তারা এই সমস্যার মুখোমুখি হন।

2007 সালে রাইটস অব পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ (CRPD)-এর ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের কনভেশন সংশোধন করা থেকে 2013 সালে **রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অব পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ অ্যাক্ট** (RPPDA) অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজে মূলত একটি জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়, যেখানে প্রতিবন্ধকতাকে স্থায়ী হিসাবে ধরে নেওয়ার বদলে অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণে বাধার বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

এমনকি সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের একাধিক পরিচিতি থেকে তৈরি হওয়া সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হন। তাদের অধিকারগুলো অসুরক্ষতি থাকে এবং বাস্তবায়িত হয় না। বিশেষত টার্গেট করা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মহিলাদের অধিকারগুলো পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত রাখা হয় না, যার ফলে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইন প্রণয়নমূলক এবং নীতি নির্ধারণের ফ্রেমওয়ার্কটি সাধারণত সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের অধিকারের চেয়ে আরও বেশি অ্যাডভান্সড। সংখ্যালঘু বা স্বদেশীয় জনগণের অধিকার সুরক্ষার জন্য কোনো জাতীয় আইন প্রণয়ন নেই, কিংবা বৃহত্তর অর্থে বৈষম্য-বিরোধী আইন কার্যকর করা নেই। তবে নাগরিক সমাজের নানা গোষ্ঠীর কমপক্ষে এক দশকের প্রচারের পর, **বৈষম্য-বিরোধী আইন** 2022 পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে এপ্রিল 2022-তে বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়।[2] তবুও এটি লেখা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে বিলটির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই আইনটি বিবিধ পরিচয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য-বিরোধীতার ব্যাপারে বাংলাদেশের অঙ্গীকারবদ্ধতায় সহায়তা করবে, কোনো পরিস্থিতিতে বৈষম্যকে অপরাধ না করা সহ আগের ড্রাফ্টের চেয়ে আইনটির বর্তমান সংস্করণে তুলনামূলকভাবে আরও দুর্বল সুরক্ষা ব্যবস্থার বিধান রয়েছে।[3] ঘৃণা সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই।[4]

এই প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের NGO নাগরিক উদ্যোগের সাথে যৌথ উদ্যোগে মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ঢাকা, রংপুর, সিলেট এবং খুলনা ডিভিশন সহ দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হওয়া ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং সাক্ষাৎকারের সাহায্যে ডেটা সংগ্রহ করেছে। দলিত, স্বদেশীয় সমতলের বাসিন্দারা, চা বাগানের কমিউনিটি এবং বিহারী সহ[5] দেশজুড়ে বিভিন্ন সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনকে টার্গেট করা হলেও FGD থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সরকারের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্যগুলোর ব্যাপারে মূলত অবগত নন কিংবা মনে করেন যে তারা সেগুলো থেকে বঞ্চিত, তাদের দৈনন্দিন জীবনে বৈষম্য একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে, তাই উপলভ্য পরিষেবাগুলো অ্যাক্সেস করতে গিয়ে তারা উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রতিবেদন থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে, যা নিম্নোক্তগুলো সহ, চলমান ইন্টারসেকশনাল স্ট্রাকচারাল বৈষম্য এবং সংখ্যালঘু ও স্বদেশী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেগুলোর সমাধান করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে:

1 CRPD-এর সাথে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত পরিমাপ সহ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যার ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন করা ডেটা সংগ্রহে অগ্রাধিকার দেওয়া।
2 লিঙ্গ, বয়স, জাতিগত পরিচয়, ধর্ম, জাত এবং প্রতিবন্ধকতার ধরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে ইন্টারসেকশনাল বৈষম্য এবং প্রতিবন্ধকতা ভিত্তিক বৈষম্যের একটি আকার বা রূপ হিসাবে ন্যায্য অ্যাকমডেশনের প্রত্যাখ্যান সহযোগে, প্রতিবন্ধকতা ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করা এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোতে থাকা প্রতিবন্ধী মহিলাদের অধিকার, সংখ্যালঘু এবং দেশীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের অধিকারকে স্পষ্টত স্বীকৃতি দিতে এবং অন্তর্ভুক্ত করতে RPPDA সংশোধন করার মাধ্যমে সংখ্যালঘু এবং দেশীয় সম্প্রদায়ে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য RPPDA-কে কার্যকর করে তোলা। CRPD-এর নিয়ম অনুযায়ী, RPPDA-র বাস্তবায়নের উপর নজর রাখার জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকতে হবে।

3 নিশ্চিত করুন যে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ে থাকা প্রতিবন্ধী লোকজনের অধিকারের প্রচার করতে ও তা সুরক্ষিত রাখতে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানস অন পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান) যেন একটি টার্গেট করা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, বিশেষত ইন্টারসেকশনাল বৈষম্যের উপর বিশেষ নজর যেন দেওয়া হয়, অগ্রগিতর জন্য প্রাসঙ্গিক মূল ইন্ডিকেটর সহ এবং এগুলোর বাস্তবায়নে যেন পর্যাপ্ত বাজেট থাকে।

4 ব্যাপক বিস্তারযুক্ত বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন করা, যা বিশেষত সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় লোকজনের অধিকারের বিষয়টিতে নজর দেয়। ঘৃণামূলক অপরাধের বিরুদ্ধে সংস্থান অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অবশ্যই মজবুত করতে হবে এবং এটি যাতে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য সহায়তা করতে হবে এবং দেখতে হবে বিভিন্ন পরিচয়ের ভিত্তিতে হওয়া বৈষম্যের ঘটনাগুলোর উপর যেন তারা নজর দিতে পারে।

5 রাজনৈতিক এবং জনসাধারণের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াতে বিশেষত মহিলা সহ সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী লোকজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন, এক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখতে হবে যে জেলা এবং উপজেলা স্তরে কমিটি সহ ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (NCC) এবং ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ কমিটি (NEC)-র মতো RPPDA অধীনে যে উপায়গুলো স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোতে যেন নজর দেওয়া হয়। অধিকারের সুরক্ষা এবং প্রচার করার জন্য এই কমিটিগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

6 সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এবং অর্থপূর্ণ আলোচনা কিংবা পরামর্শের মাধ্যমে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে এবং তার প্রচার করতে জাতীয় স্তরে একটি কৌশল তৈরি করতে হবে এবং বিশেষত গ্রাম্য ও দুর্গম অঞ্চলে সেগুলো যাতে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত রিসোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

7 প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইতিবাচক অ্যাকশন পলিসি অবশ্যই আরও মজবুত করে তুলতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি এবং বেসরকারি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বৃদ্ধি করা, পেশাদার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা। সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের থেকে যারা আসছেন, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান অবশ্যই সংরক্ষিত করতে হবে। এই সম্প্রদায়গুলো যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট এবং অনন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলোর সরাসরি মোকাবিলার জন্য টার্গেট করা সামাজিক সুরক্ষা নীতি প্রয়োজন, যারা ইন্টারসেকশনাল বৈষম্যের মুখে পড়েছেন, তাদের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

8 অ্যাক্সেসিবল ফরম্যাটে যাতে প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন ও সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং নিয়োগ সংক্রান্ত স্কিমের ব্যাপারে তথ্য ছড়িয়ে দিতে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপলভ্য থাকা সরকারি সহায়তা প্রোগ্রামের প্রচার করতে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছাতে সুনির্দিষ্ট প্রচার অভিযান চালাতে হবে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বৈষম্যের কারণে উৎপন্ন হওয়া প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলোর মোকাবিলা করতে বিবেচনা সহ প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে বাধা সরিয়ে দিতে হবে।

9 এছাড়া সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় সম্প্রদায় থেকে আগত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ এবং সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় লোকজনের অধিকার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের ব্যাপারে সাধারণ জনগণকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের বিরুদ্ধে কুসংস্কার, বৈষম্য, কলঙ্ক, সামাজিক বদ্ধ ধারণা এবং বৈষম্য হ্রাস করতে সরকারি কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং শিক্ষা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মহিলা, রূপান্তরকামী ব্যক্তি, বৌদ্ধিক এবং/অথবা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সহ ইন্টারসেকশনাল বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিদের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

10 সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধী মহিলাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য সুনির্দিষ্ট এবং টার্গেট করা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে হিংসার, শোষণের এবং অত্যাচারের শিকার হতে পারে কেউ, এমন ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে পুলিশ ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা যেন অধিকারগুলো কার্যকরভাবে সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে সংবেদনশীল হন। ন্যাশনাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি 2011-কে শক্তিশালী করে তুলতে হবে, যাতে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ে থাকা প্রতিবন্ধী মহিলাদের অধিকারে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

11 নিশ্চিত করুন যে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী লোকজন যেন ব্যক্তিগত সহায়তা এবং ভালো মানের ডিভাইস অ্যাক্সেস করা সহ সহায়তামূলক ডিভাইসের সুবিধা গ্রহণে কোনো বাধার মুখে না পড়েন, আর্থিক বাধা সরান, বৈষম্যমূলক অ্যাক্সেস এবং আচরণ ও গ্রাম্য এবং দুর্গম অঞ্চলে যারা বসবাস করছেন, তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করুন। তারা যাতে যেখানে সম্ভব নিজেদের সম্প্রদায়ে এবং স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারেন, তার জন্য অবশ্যই সহায়তা দিতে হবে।

পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে যে তথ্য পেশ করা হয়েছে, তা 2021 সালের মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তেরোটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং দলিত, চা বাগান, স্বদেশীয় এবং বিহারী সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। টার্গেট করা এরিয়ার মধ্যে রয়েছে মৌলভিবাজার জেলায় (সিলেট ডিভিশন, উত্তরপূর্ব বাংলাদেশ) ঢাকা, শ্রীমঙ্গল উপজিলা (উপজেলা), সাতক্ষীরা জেলা টালা উপজিলা এবং যশোর জেলায় যশোর সদর (খুলনা ডিভিশন, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ); গাইবান্ধা জেলায় গোবিন্দগঞ্জ উপজিলা এবং দিনাজপুর জেলায় ঘোড়াঘাট উপজিলা (রংপুর ডিভিশন, উত্তরপূর্ব বাংলাদেশ)। মোট 317 জন সংখ্যালঘু বা স্বদেশীয় উত্তরদাতার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল (45 শতাংশ মহিলা), যার মধ্যে 133 জন ছিলেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (41 শতাংশ)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে বাধার বিষয়টির মোকাবিলা করা হয়েছে, তবে ফিজিক্যাল অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং পর্যাপ্ত পরিবহনের সমস্যার ফলে হোম ভিজিটের মাধ্যমেই সাক্ষাৎকারগুলো নিতে হবে। নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত সংগঠনের সাথে পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল: উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা; অশ্রুমোচন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা; বাংলাদেশ দলিত এবং এক্সক্লুডেড রাইটস মুভমেন্ট; দলিত উইমেন ফোরাম; মৌলভিবাজার টি কমিউনিটি আদিবাসী ফ্রন্ট; এবং জাতীয় আদিবাসী পরিষদ।

ব্যাকগ্রাউন্ড

বাংলাদেশে বসবাস করা সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে টার্গেট করা কোনো ডেটা নেই, অথবা তাদের সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ব্যাপারে গভীর কোনো গবেষণাও নেই। বর্তমানের এই গবেষণার মাধ্যমে আশা করা হচ্ছে যে উপলভ্য তথ্যের অভাব মেটানো যাবে এবং বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী এবং সংখ্যালঘু বা স্বদেশীয় লোকজন, উভয়ের অভিজ্ঞতায় মনযোগ দেওয়া যাবে। সরকারি কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারণকারী এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত প্র্যাক্টিশনাররা সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, তা একটি উপসর্গ এবং মূল ধারার সমাজ থেকে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি কারণও বটে। স্ট্রাকচারাল বৈষম্য এবং বঞ্চনা তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ক্রমশ আরও জটিল করে তুলেছে। মহিলা এবং রূপান্তরকামীদের জীবনও আরও কঠিন হয়েছে। বিশেষত সামাজিক সেবা, ন্যায়বিচাক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অ্যাক্সেস করতে এবং একটি নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করার অধিকারের ক্ষেত্রে ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যেমনটা 2007 সালের 30 নভেম্বর সরকারের তরফ থেকে CRPD-এর সংশোধন, 2008 সালের 12 মে এটির ঐচ্ছিক প্রোটোকল এবং রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অব পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ অ্যাক্ট 2013 (RPPDA) সহ জাতীয় স্তরে এই অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য নেওয়া বিভিন্ন ধরনের আইনি এবং নীতি সংক্রান্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে তা ফুটে উঠেছে। তবে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে ডেটা সাধারণত সীমিত এবং ভরসাযোগ্য নয়। এই প্রতিবেদনে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, সেটি এবং ডেটা সংগ্রহ প্রক্রিয়া, প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন সংজ্ঞার কারণে প্রকৃত সংখ্যা প্রায়শই কমিয়ে দেখানো হয়।

প্রতিবন্ধী লোকজনের সংখ্যার ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য ডেটা নিয়ে বাংলাদেশের সমস্যা আছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স সম্প্রতি (জুন 2022) নিজেদের ন্যাশনাল সার্ভে অন পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ (NSPD) (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় স্তরে সমীক্ষা) প্রকাশ করে অপর্যাপ্ত ডেটার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। সমীক্ষা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে বাংলাদেশে 4.7 মিলিয়ন মানুষের কমপক্ষে একটি প্রতিবন্ধকতা আছে, যা মোট জনসংখ্যার 2.8 শতাংশ, যার মধ্যে 3.29 শতাংশ পুরুষ এবং 2.3 শতাংশ মহিলা।[6] 2022 সালের জনগণনা থেকে যে হিসাব প্রকাশ করা হয়েছিল, যেখানে মূল হার 1.43 শতাং হিসাবে সেট করা হয়, সেগুলো সহ, আগে সরকারিভাবে যা উল্লেখ করা হয়েছিল, তার থেকে এই সংখ্যাগুলো প্রায় দ্বিগুণ থাকলেও[7] অন্যান্য সরকারি পরিসংখ্যানের তুলনায় সেগুলো অনেকই কম। 2016 সালের পারিবারিক রোজগার এবং খরচ সংক্রান্ত সমীক্ষা অনুযায়ী, 6.94 শতাংশ লোকজনের প্রতিবন্ধকতা ছিল, যার মধ্যে 6.27 শতাংশ পুরুষ এবং 7.59 শতাংশ মহিলা।[8] এসব নির্বিশেষে, এই অফিসিয়াল রেটগুলো WHO-এর গ্লোবাল রেটের তুলনায় অনেক কম, যেখানে 2011 সালে অনুমান করা হয়েছিল যে 15 শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বসবাস করছেন; এমনকি বিশ্ব ব্যাংকা তাদের যে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত ওয়ার্ল্ড প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, সেখানে অনুমান করেছিল যে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধকতার রেট 31.9 শতাংশ, 2002-2004-এর মধ্যে।[9]

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের লোকজন নিজেদের ধর্ম, জাতিগত পরিচয়, ভাষা এবং জাত-পাত ভিত্তিক পরিচিতি অনুযায়ী যে বৈষম্যের শিকার হন, সেটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশ মূলত বাঙালি জনজাতি প্রাধান্য একটি দেশ, এই জানজাতি-ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা মোট জনসংখ্যার 98 শতাংশেরও বেশি। মুসলমানরা সংখ্যাগুরু, যেখানে 90 শতাংশেরও বেশি মুসলমান, যাদের অধিকাংশই সুন্নি; হিন্দুরা দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, যাদের পরিমাণ 8.5 শতাংশ, এদের অধিকাংশই বাঙালি,[10] তার পরে রয়েছে বৌদ্ধ (0.6 শতাংশ) এবং খ্রিস্টান (0.3 শতাংশ), যারা মূলত অ-বাঙালি।[11] বাংলাদেশে 54টিরও বেশি অবাঙালি স্বদেশীয় জনগোষ্ঠী আছে, যারা 35টি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, যার মধ্যে পঞ্চাশটি সরকার দ্বারা জনজাতি গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও জাতিসংঘের কার্যকর সংজ্ঞা অনুযায়ী নিজেদের ভুখণ্ডে স্বদেশীয় লোকজনকে সরকার স্বীকৃতি দেয় না এবং তারা স্বদেশীয় জনগোষ্ঠীর অধিকারের ব্যাপারে জাতিসংঘের ঘোষণার আওতার মধ্যে পড়ে।[12] বিশ্বাস, প্রথা এবং প্রথা বা ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্তেও বাংলাদেশষে সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের মধ্যে সমাজ থেকে বঞ্চিত হওয়া, বৈষম্য এবং অধিকার সুরক্ষার অভাব একটি সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

দলিত এবং সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিমাণ প্রায় 6.5 মিলিয়ন লোকজন (মোট জনসংখ্যার প্রায় 3-4 শতাংশ)। অধিকাংশই হিন্দু, তবে বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্য আছে।[13] অস্পৃশ্যতার সমস্যা এখনও শিক্ষা, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার, সম্মানজনক কাজ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সমানভাবে অ্যাক্সেস করার পথে বাধা তৈরি করে, যার ফলে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র বাড়ে এবং তারা সমাজের মূল স্রোত থেকে আরও দূরে সরে যায়। দলিতরা এখনও শহরাঞ্চলে নোংরা, বিপজ্জনক এবং অসম্মানজনক কাজকর্ম করেন, যেমন পরিষ্কার করা এবং সুইপিং, যেখানে নর্দমা এবং সেপ্টিক ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়, সাধারণত কোনো প্রকার সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ছাড়াই। গ্রামাঞ্চলে দলিতরা ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং, অর্থাৎ টয়লেট সাফ করার কাজ করে। দলিতদেরকে কলোনি বা ইনফর্মাল সেটলমেন্টে আলাদা করে রাখা হয়, যেগুলো অনেক সময় শহরে বা কমন জমিতে, যেখানে তাদের গণহারে উচ্ছেদ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।[14] তাদের বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কিংবা এই ধরনের নির্ধারিত এলাকার বাইরে ঘর বানানোর অনুমতি নেই।[15] দলিত সম্প্রদায়ের সাথে FGD অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা এবং যশোরের শহরাঞ্চলে, এছাড়া সাতক্ষীরা জেলা, খুলনা ডিভিশনের গ্রামীণ এলাকায়।

স্বদেশীয় লোকজনকে আদিবাসী হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় 1.1 শতাংশ, আনুমানিক 1.5 মিলিয়ন মানুষ। সবচেয়ে সাম্প্রতিক, 2011 সালের জনগণনা থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।[16] তবুও স্বদেশীয় গোষ্ঠীগুলোর অনুমান, এই সংখ্যাটা প্রায় 5 মিলিয়নের কাছাকাছি। স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে যারা উত্তরে এবং দক্ষিণ-পূর্বে সমতলে মূল ভুখণ্ডে বসবাস করছেন, বাংলাদেশের স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে প্রায় 80 শতাংশ এবং বাকি যারা ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস (CHT)-এ বসবাস করেন, তাদের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। আমাদের FGD-গুলোতে গাইবান্ধা এবং দিনাজপুর জেলা, বাংলাদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত রংপুর ডিভিশনে থাকা সমতলভূমিতে বসবাসকারী সাঁওতাল স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। অ-বাঙালি হওয়ার পাশাপাশি, অনেক সম্প্রদায়ই ধর্মীয় সংখ্যালঘু, প্রাথমিকভাবে তারা হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা চিরাচরিত বিশ্বাসে বিশ্বাসী।[17] জমি এবং চিরাচরিত টেরিটোরিতে অ্যাক্সেস তাদের একটি অন্যতম মূল সমস্যা, এটির থেকেই অনেক সমস্যা তৈরি হয়, যার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র, নিম্ন শিক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব।[18] জনজাতি বাঙালি সেটলার গ্রুপের সাথে সংঘাত প্রায়শই দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি স্তর থেকে বৈষম্য।[19]

বিহারীরা বাংলাদেশের উর্দু-ভাষী সংখ্যালঘু মুসলমান। 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সাথে তাদের জোট রয়েছে এই বিশ্বাসের জেরে তারা বৈষম্য এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন, তারা স্বাধীনতার পরে গৃহহীন হয়ে পড়েন, উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত করা শিবিরে বসবাস করতে শুরু করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ জুড়ে 13টি অঞ্চলে থাকা 116টি শিবিরে প্রায় 300,000 বিহারী বসবাস করেন, যাদের মধ্যে শুধু ঢাকাতেই রয়েছেন 100,000 জন। 2008 সালে হাইকোর্টের একটি রায়ের দৌলতে তারা অবশেষে নাগরিকত্ব পেলেও এখনও দেশের সাধারণ নাগরিকের মতো অধিকার এবং নানা সুযোগ-সুবিধা অ্যাক্সেস করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন। শিবির, যা মূলত শহরাঞ্চলের বস্তির মতো, সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ বসবাস করেন এবং সেখানে নিকাশী ও নর্দমার অবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের, তাই স্বাস্থ্যের উপরেও এর প্রভাব পড়ে। আমাদের FGD-গুলো ঢাকায় তিনটি লোকেশনের অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টি গার্ডেন সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছেন এমন লোকজন যারা বাংলাদেশের 167-টিরও বেশি টি এস্টেটে বসবাস এবং কাজ করেন, সব মিলিয়ে রয়েছে 100,000 জন স্থায়ী কর্মী[20] এবং 30,000-এরও বেশি অনথিভুক্ত কর্মী[21]। এস্টেটগুলোর মোট জনসংখ্যার অনুমান, যার মধ্যে রয়েছে কর্মীদের পরিবার, 350,000[22] থেকে 500,000 জনের মধ্যে।[23] কর্মীদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই মহিলা।[24] 1800 সাল নাগাদ ব্রিটিশদের হাত দিয়ে চা চাষ শুরু হয়, যার ফলে ভারত থেকে শ্রমিক আনা হয়, বর্তমানে 80টিরও বেশি জনজাতি-গোষ্ঠী আছে, যারা মূলত নিম্ন বর্ণের হিন্দু এবং আদিবাসী।[25] অধিকাংশ এস্টেট রয়েছে উত্তর-পূর্বাংশ, যার মধ্যে রয়েছে সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলা, প্রায় দুই ডজন রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত চট্টগ্রামে।[26] বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও তারা এখনও সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত এবং সংখ্যালঘু, এমন একটা পেমেন্ট সিস্টেমের সমস্যায় জর্জরিত, যা তাদেরকে আধুনিক দাসত্বের মতো পরিস্থিতিতে রাখছে।[27] শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হাউজিং, জল/পানি এবং স্যানিটেশন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় তাদের খুবই সীমিত অ্যাক্সেস আছে। FGD-গুলো মৌলভিবাজার জেলা, সিলেট ডিভিশনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী লোকজন, যারা সংখ্যালঘু এবং সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা বৃহত্তরভাবে সমাজে বৈষম্যের শিকার, একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা প্রতিবন্ধকতার সমস্যায় ভোগা স্বদেশীয় ব্যক্তি হিসাবে, এমনকি নিজেদের সম্প্রদায় থেকেও তারা এই সমস্যায় ভোগে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাকে কর্মের ফল বা ঈশ্বরের শাস্তি হিসাবে মনে করা হয় বা এমনটাও বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্য বলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভুগছেন। এই ধরনের বিশ্বাসের ফলে পরিবারগুলো তাদের প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে লুকিয়ে রাখেন বা

পরিবারকে যেভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা হচ্ছে, সেখান থেকে শিশুটিকে রক্ষা করতে হবে। এছাড়া মহিলারা তাদের লিঙ্গ ভিত্তিক পরিচয়ের কারণে সামাজিক প্রত্যাশার ফলস্বরূপ বিভিন্ন, জটিল এবং বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন, যা তাদেরকে প্রতিবন্ধী নন, সম্প্রদায়ের এমন মহিলা সদস্যের জন্য সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ না করার অভাব সহ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তারা শোষণ এবং হিংসায় পড়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

সরকারের কৌশলে স্বীকৃতি এবং অধিকারের সুরক্ষা

অসংখ্য জাতীয় আইন প্রণয়নমূলক পদক্ষেপ, নীতি, নিয়মাবলী, এগজিকিউটিভ অর্ডার এবং অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে একটা কল্যাণ-ভিত্তিক দিক থেকে অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দিকে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে অনেক শূন্যস্থান আছে এবং আগের নীতি ও আইন প্রণয়নের বিষয়গুলো বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বাধা রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ইন্টারসেকশনাল সংখ্যালঘু এবং স্বদেশীয় লোকজনের উদ্বেগ পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করা হয়নি এবং আইন প্রণয়ন ও নীতির মাধ্যমে তা অর্থপূর্ণভাবে পেশ করতে হবে।

CRPD-এর সংশোধনের পর, রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অব পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিজ অ্যাক্ট 2013 (RPPDA) উত্তীর্ণ করা হয়, আগের ডিজাবিলিটি ওয়েলফেয়ার অ্যাক্ট অব 2001 বাতিল এবং প্রতিস্থাপন করা হয়। RPPDA-তে শুধু প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতির ব্যাপারে বৃহত্তর অর্থে সংজ্ঞা প্রদানই নয়, সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারগুলো আরও বিশদে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারগুলোও আওতার মধ্য রয়েছে। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যুক্তিসঙ্গত বাসস্থানের ব্যবস্থা সহ সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমান এবং কার্যকর আইনি সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটি CRPD চেতনায় ইতিবাচক পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা সহ নীতি ও কর্মসূচিগুলো বিকাশের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে। আইনটি প্রতিবন্ধিতার ধরন ও তীব্রতা ছাড়াও লিঙ্গ, বয়স, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা এবং অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৈচিত্র্য বিবেচনা করে। এই আইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য সংস্থাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

RPPDA আন্তঃবিভাগীয় দুর্বলতা ও বৈষম্যের বিষয়গুলো উপযুক্তভাবে সমাধান করে না। এটি প্রতিবন্ধী নারীদের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার প্রতি খুব কম মনোযোগ প্রদান করে এবং সংখ্যালঘু বা আদিবাসীদের বিশেষভাবে উল্লেখ করে না বা তাদের অধিকার রক্ষা ও প্রচারের জন্য কোনো লক্ষ্যযুক্ত পদ্ধতি উপস্থাপন করে না। অন্যান্য জাতীয় নীতি যেমন জাতীয় শিক্ষানীতি 2010, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি 2011, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি 2011, জাতীয় শিশু নীতি 2011 এবং জাতীয় শ্রমনীতি 2012 এর মতো জাতীয় নীতিমালায় 'প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' এবং 'অনগ্রসর গোষ্ঠীর' উন্নয়নের জন্য বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও কোনোটিতেই সংখ্যালঘু বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে, যেখানে সাধারণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য ইতিবাচক কর্ম নীতি গ্রহণ করা হয়, সেখানে তারা সংখ্যালঘু বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট বাধাগুলো মোকাবেলা করতে পারে না।

RPPDA বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুইটি পৃথক সরকারি কমিটি গঠন করা হয়েছিল: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি (NCC) এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাহী কমিটি (NEC)। কোনো স্বাধীন পর্যবেক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে CRPD-এর প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্ভাব্য ভূমিকাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের প্রতিনিধি সংস্থার এই কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য খুব সংকীর্ণ স্থান রয়েছে, যদি তা আদৌ ঘটে থাকে। 2013 থেকে 2020 পর্যন্ত, NCC 14টি মিটিং করার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু মাত্র 2টি মিটিং করা হয়েছিল।[28] RPPDA জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করে। প্রতিবন্ধী অধিকার গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে যে মিটিংগুলো অনিয়মিত, কমিটিগুলোকে অর্থায়ন করা হয় না এবং এই স্থানীয় কমিটি ও জাতীয় কমিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও তদারকির অভাব রয়েছে।[29]

এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকার পরিচালিত একটি ফাউন্ডেশন রয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য জাতীয় ফাউন্ডেশন (জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা JPUF)। JPUF প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, ডায়াগনস্টিক, পুনর্বাসন ও থেরাপিউটিক পরিষেবা প্রদান এবং রেফার করা, শিশুদের জন্য স্কুলগুলি তদারকি করা এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং NGO-গুলোকে অনুদান বিতরণে বাধ্য।[30] দেশের প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি পরিষেবা কেন্দ্র রয়েছে, মোট 103টি কেন্দ্র।[31] তারা মোবাইল ভ্যান পরিষেবাও পাইলট করছে যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে পারে।[32]

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের পর থেকে প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাও চালু রয়েছে, সাম্প্রতিকতম হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা 2018- 2025.[33] পরিকল্পনাটিতে 82টিরও বেশি ফোকাস অঞ্চল এবং আরও সংশ্লিষ্ট সূচক রয়েছে। পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী নারী, শিশু ও বয়স্কদের দুর্বলতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ থাকলেও সংখ্যালঘু (যেমন নিপীড়িত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা চা বাগানের কমিউনিটি) বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা এবং বৈষম্যের জটিল অভিজ্ঞতা, বা তাদের অধিকার প্রচার ও সুরক্ষার উপায়গুলোর কোনো উল্লেখ নেই। একইভাবে দেশের বিশাল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। RPPDA বাস্তবায়ন এবং CRPD ও SDGs সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অর্জনে এগুলো জাতীয় প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য তদারকি।

CRPD-এর অধীনে প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে, সরকারকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে সঠিক এবং পৃথক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই লক্ষ্যে, সমাজসেবা বিভাগ 2013 সাল থেকে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ (DDS) পরিচালনা করে আসছে এবং জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় 2.4 মিলিয়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে, যা মোট জনসংখ্যার[34] প্রায় 1.4 শতাংশ। এটি সম্ভবত একটি গুরুতর অবমূল্যায়ন কারণ জরিপটি প্রাথমিকভাবে তাদের উপর নির্ভর করে যারা ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। ব্যক্তিদের অবশ্যই তাদের প্রতিবন্ধিতা যাচাই করার জন্য একজন ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে, যা প্রতিবন্ধী হিসেবে নিজেকে নিবন্ধন করার জন্য স্থানীয় সরকারি অফিসগুলোতে পেশ করতে হবে, যা তারা প্রায়শই দারিদ্র্য, শারীরিক দুর্গমতা এবং ভৌগলিক দূরত্বের মতো বিভিন্ন কারণে করতে পারে না। ফলে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও বিকাশের অধিকার কাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সংবিধান আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা ও তাদের সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে এবং ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।[35] প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[36] বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ইসলামী মৌলবাদীদের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান সহিংস আক্রমণের শিকার হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের কাছ থেকে খুব কম সহায়তা পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী কোনো আইন নেই। সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে অন্তত এক দশক প্রচারণার পর, বৈষম্য বিরোধী আইন 2022 বিবেচনার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল 2022 সালের এপ্রিলে।[37] তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্তই রয়েছে, বিলের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এই আইনটি বিবিধ পরিচয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য-বিরোধীতার ব্যাপারে বাংলাদেশের অঙ্গীকারবদ্ধতায় সহায়তা করবে, কোনো পরিস্থিতিতে বৈষম্যকে অপরাধ না করা সহ আগের ড্রাফ্টের চেয়ে আইনটির বর্তমান সংস্করণে তুলনামূলকভাবে আরও দুর্বল সুরক্ষা ব্যবস্থার বিধান রয়েছে।[38] ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই।[39]

উদ্বেগের বিষয়সমূহ

সামাজিক বৈষম্য

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে বৈষম্য এবং নেতিবাচক স্টেরিওটাইপগুলো - সংখ্যালঘু ও বাইরের সংখ্যালঘু উভয় এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের - FGD উত্তরদাতাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল।

প্রতিবন্ধিতার কারণ সম্পর্কে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা লক্ষ্যযুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি নিপীড়িত অভিভাবকরা বলেন যে প্রতিবন্ধী হওয়া ব্যক্তির পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য, আধ্যাত্মিক অবহেলা বা অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বরের শাস্তি। এই বিশ্বাস তখনও অব্যাহত থাকে যখন তারা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জানতে পারে যে গর্ভাবস্থায় মা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পেলে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে। এক দাদির কাছে তার 12 বছরের নাতনির প্রতিবন্ধিতার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বাড়ির দেবতা খুশি না হওয়ায় হয়তো এমনটা হয়েছে। এরপর দুর্গা মণ্ডপে সোনার অলংকার পাঠিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পূজা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি'। অন্যদিকে মেয়েটির মা কারণ হিসেবে জানান, গর্ভাবস্থায় তার ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। যথাযথ যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে প্রতিবন্ধী শিশুদের লজ্জা বা তাদের সুরক্ষার জন্য আড়াল করার পারিবারিক প্রবণতায় সামাজিক কলঙ্কের অবদান রয়েছে।

গ্রামীণ এলাকার নিপীড়িত উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন যে যখন কোনো শিশু প্রতিবন্ধী হয়, তখন প্রতিবেশিরা প্রায়শই বিশ্বাস করে যে এটি পিতামাতার পাপের প্রতিশোধ। অন্যদিকে যখন পিতামাতা প্রতিবন্ধী হয়, তখন তাদের সন্তানদের মন্দের চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তারা যেখানেই যায় সেখানেই বঞ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাদের প্রায়ই অপমানজনক কথা বলা হয় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের সন্তানদের প্রতিবন্ধী পিতামাতার শিশুদের সাথে খেলতে নিষেধ করতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের মতে, গ্রামবাসীদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা সম্পর্কে কোনো সচেতনতা নেই এবং তাদের প্রতি খারাপ আচরণের জন্য দায়মুক্তি রয়েছে, তাই আচরণগত পরিবর্তন অর্জন করা খুব কঠিন।

উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন যে শহুরে অবহেলিত উপনিবেশগুলো গ্রামীণ দলিতদের তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল, NGO-গুলোর সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছুটা সহায়তা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, কিছু সম্প্রদায়ের সদস্যরা শহুরে উপনিবেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে অপরিসীম অপমানের সম্মুখীন হয় তা তুলে ধরেন, বিশেষত অন্যান্য বাসিন্দাদের মাধ্যমে এমনকি পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমেও বিদ্রূপ ও উপহাসের বিষয়টি তুলে ধরেন।

একইভাবে, সমতলভূমির আদিবাসী FGDs-এ প্রায় অর্ধেক অংশগ্রহণকারী বলেছিলেন যে প্রতিবন্ধিতা দেবতাদের অসন্তুষ্টির ফলাফল। এই মনোভাবগুলো অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে অপব্যবহার এবং বহিষ্কারের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে।

সম্প্রদায়ের বাইরে, বাঙালি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়শই একটি বৈরী সম্পর্ক থাকে, বাঙালি সম্প্রদায় আদিবাসীদের সাথে মিশতে চায় না। যদিও আদিবাসী ব্যক্তিদের প্রায়শই চায়ের দোকান এবং মন্দিরের মতো জনবহুল এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির কারণে হয়রানি ও উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়, প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য হয়রানি সাধারণত আরও খারাপ বিষয়। প্রতিবন্ধী আদিবাসী ব্যক্তিদের মৌখিকভাবে গালিগালাজ করা হয় এবং কখনও কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদেরকে মারধরও করেন। উত্তরদাতারা বলছেন, প্রতিবন্ধী নারীরা বাঙালিদের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার হন।

বিহারী উত্তরদাতারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাদের পরিবার সম্পর্কে কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে বলে মনে করেন না, বরং তারা ভেবেছিলেন যে বৃহত্তর শিবির সম্প্রদায়গুলো সহায়ক এবং নির্যাতনকারী নন। তবে সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে তারা উল্লেখ করেছেন যে, বিহারীরা সাধারণত শিবিরের বাইরে বৈষম্যের শিকার হন। কেউ ভাবেনি যে বিহারী হওয়ার কারণে সরকারি হাসপাতালে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়েছে, তবে তারা লক্ষ্য করেছেন যে মূলধারার সমাজ থেকে তাদের অব্যাহত প্রান্তিকতার কারণে পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তাদের অধিকার দাবি করা বিশেষভাবে কঠিন।

স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সেবার অধিকার

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি 2011 এর উদ্দেশ্য হলো জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও অবস্থান নির্বিশেষে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং দারিদ্র্যসীমার শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করা। এতে 'বস্তিবাসী', আদিবাসী, বিশেষ করে নারীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

RPPDA প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অধিকার, চিকিৎসা সেবাগুলোতে অ্যাক্সেস এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলো অ্যাক্সেসযোগ্য করার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই আইনটি সমস্ত হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যাক্সেসযোগ্য যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাখ্যা বা কথা ও ভাষা থেরাপিস্টদের নিয়োগ প্রদান সহ। তবে, বাংলাদেশে এখনও অ্যাক্সেসযোগ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের অভাব রয়েছে এবং স্বাস্থ্য পেশাদারগণ এখনও তাদের কেয়ারে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা মেটাতে অপ্রশিক্ষিত রয়েছেন।[40]

সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্য তাদের সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উপর বহুমুখী প্রভাব ফেলে। দারিদ্র্য এবং বর্জন একত্রিত হয়ে মানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা মূলত নাগালের বাইরে চলে যায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের দীর্ঘস্থায়ী এবং ক্রমাগত কেয়ার ও চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে, ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবারগুলো সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা সহ স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে না। ঢাকার বাইরে, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরও খারাপ।

দলিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে বৈষম্যমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো অবহেলিত নয় এমন লোকদের তুলনায় কম গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছিল যাতে তাদের সাথে কাটানো সময়ের পরিমাণ এবং তাদের অনুভূত 'অপরিচ্ছতা' এর সংস্পর্শকে সীমাবদ্ধ করা যায়। এই ধরনের অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণ দলিতদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে এবং এমনকি সংক্রামক রোগের চিকিৎসা পেতে বিলম্ব করার সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করে।

কিছু আদিবাসী উত্তরদাতা ডাক্তারদের কাছ থেকে বৈষম্যের কথা জানিয়েছেন, অন্যরা কেবল ইতিবাচক চিকিৎসার কথা জানিয়েছেন। তারা আরও জানিয়েছেন, স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসক আদিবাসী প্রতিবন্ধী শিশুদের বলেছেন, তাদের সন্তানদের জন্য উপযুক্ত কোনো চিকিৎসা নেই। এই চিকিৎসকের প্রতিক্রিয়া অন্তর্নিহিত বৈষম্য বা অযোগ্যতার কারণে হয়েছিল কিনা তা অজানা, 2015 সালে এশিয়া প্যাসিফিক অবজারভেটরি অন হেলথ সিস্টেমস থেকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পর্যালোচনা অনুসারে,[41] টি নিম্নমানের পরিষেবা বাংলাদেশে, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা।

সরকারি হাসপাতালগুলোতে, বহির্বিভাগের রোগীদের পরামর্শের চার্জ কম, প্রতি ভিজিটে প্রায় 10 টাকা;[42] কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ যেমন বিনামূল্যে, তেমনি হাসপাতালের শয্যাও বিনামূল্যে। যাইহোক, রোগীদের ব্যক্তিগত বেডের জন্য এবং বাস্তবে অন্যান্য খরচ যেমন সিরিঞ্জ, IV ফ্লুইড, সিউচার সামগ্রী ইত্যাদির জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। সংখ্যালঘু ও আদিবাসীসহ অনেকেই বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সেবা পছন্দ করেন। তবুও এই ফিগুলো সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয়বহুল এবং নিষিদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যারা হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের ফি প্রদানের পরিবর্তে সরাসরি ফার্মেসিতে যেতে পছন্দ করে। হাসপাতালে না যাওয়ার কারণ হিসেবে দীর্ঘ দূরত্বকেও উল্লেখ করা হয়েছিল।

চা বাগানগুলিতে বসবাসকারীদের জন্য, রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিগুলোর সীমিত প্রয়োগ রয়েছে এবং এই সম্প্রদায়গুলিকে প্রায়শই বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা থেকে বাদ দেওয়া হয় এই ভিত্তিতে যে তারা চা বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এগুলো পাবে।[43] এর মধ্যে রয়েছে টিকাদান কর্মসূচি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। উত্তরদাতারা মনে করেন, প্রসবপূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা না পেলে এর ফলে প্রতিবন্ধিতার হার বেশি হতে পারে। যদিও তারা উল্লেখ করেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে NGO এবং সরকার কর্তৃক প্রচারণা চালানো হয়েছে, তবে এগুলি অনিয়মিত এবং অপর্যাপ্ত। অনেক নারী শ্রমিক অভিযোগ করেন যে, গর্ভাবস্থায় তারা ঠিকমতো বিশ্রাম ও যত্ন পান না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কোন প্রশিক্ষিত দাই (ধাত্রী) নেই এবং প্রসব সাধারণত প্রশিক্ষিত ধাত্রী ছাড়াই বাড়িতে করা হয়।

প্রতিটি চা বাগানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে যা কেবল প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে, অনিবন্ধিত শ্রমিকদের সেবা প্রদান করে না এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা নেই। পরিবর্তে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়, তবে তারা সেখানে পরিষেবা দিতে পারে না। শ্রমিকদের তাদের গৃহপালিত পশু বিক্রি করতে হয় বা উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে ঋণ নিতে হয়। চা বাগানের বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাদের অভিভাবকরা বলেছেন যে তারা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের প্রতিবন্ধিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারেনি।

উত্তরদাতাদের মতে, চা বাগানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি বড় অংশের কাছে কোনো সহায়ক ডিভাইস নেই। তারা জানান, কিছু NGO সীমিত সংখ্যক হুইলচেয়ার ও ক্রাচ প্রদান করেছে। বেশিরভাগই তাদের চলাচলের জন্য স্থানীয়ভাবে তৈরি লাঠি ব্যবহার করে। যাদের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা রয়েছে তারা জানিয়েছেন যে তারা এক পর্যায়ে চশমা পেয়েছিলেন, তবে তাদের চেক-আপ করার এবং তাদের প্রেসক্রিপশন আপডেট করার সুযোগ ছিল না। প্রায় সব উত্তরদাতাই মনে করেন,

তাদের কাছে যদি সহায়ক সরঞ্জাম থাকত, তাহলে তারা অন্যের সহায়তা ছাড়াই সহজে চলাফেরা করতে পারত।

2008 সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার আগ পর্যন্ত বিহারীরা প্রতিবন্ধীসহ দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মতো সরকারি পদক্ষেপের আওতায় ছিল না। নাগরিকত্ব পাওয়ার পরও দশকের পর দশক ধরে চলে আসা রাষ্ট্রহীনতা মোকাবিলায় তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উত্তরদাতারা জানিয়েছিলেন যে তাদের সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র এবং হুইলচেয়ারের মতো কোনো সহায়ক সরঞ্জাম নেই, তবুও প্রায় অর্ধেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্রেইল বর্ণমালা ব্যবহার করতে পারেন। কিছু শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র রয়েছে, যদিও পুরনো মডেলগুলো তারা আপডেট সংস্করণগুলোর সাথে প্রতিস্থাপন করতে অক্ষম। শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা চলাচলের জন্য লাঠি বা স্থানীয়ভাবে তৈরি সাপোর্ট ব্যবহার করে। কয়েকজনের হুইল চেয়ার থাকলেও ক্যাম্পের পরিবেশ হুইলচেয়ারের জন্য প্রতিকূল বলে জানা গেছে। মনোসামাজিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো কাউন্সেলিং পরিষেবা নেই।

প্রতিবন্ধী ভাতা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী (প্রতিবন্ধী ভাতা [DA]) কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মাসিক 750 টাকা নগদ অর্থ স্থানান্তর ভাতা পাবে। বাংলাদেশ সরকারের তথ্যানুসারে 2019 সালে 1.5 মিলিয়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য 13.9 বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।[44] এটার প্রাপক হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই উপজেলা (USSOs) বা ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল সার্ভস অফিসার (DSSOs) এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে এবং তারাই সম্ভাব্য প্রাপকের ব্যাপারে ইউনিয়ন কাউন্সিল কমিটি (গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রতম স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক ইউনিট) বা সিটি কমিটিকে (নগর পৌর প্রশাসন) অবহিত করবেন।[45] ইউনিয়ন কমিটি বা সিটি কমিটির প্রতিনিধীরা সম্ভাব্য উপকারভোগীর তালিকাটি চূড়ান্ত করবেন এবং এটি উপজেলা কমিটি (গ্রাম্য) বা জেলা কমিটি (শহর) এর কাছে পাঠাবেন এবং তারা এই তালিকাটি আরেকবার চুড়ান্ত করার পর অবশেষে এটি স্থানীয় সাংসদ কর্তৃক অনুমোদন পেয়ে থাকে। অনুমোদনের পরে USSO/DSSO একটি ছবিযুক্ত ID কার্ড ইস্যু করার মাধ্যমে নিবন্ধনটি সম্পন্ন করে এবং অর্থ গ্রহনের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা করে।[46] প্রাপক এটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিকে মাসিক অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রতিবন্ধিতার কার্ড পেতে কী ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় সেটা তারা আমাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, কিছু ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটি পর্যায়ের অফিসারেরা এই কার্ডগুলো পেতে বাধার সৃষ্টি করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা কার্ড পেয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র পর্যায়ক্রমে ভাতা পায় বা তাদের কাছে ইতোমধ্যেই কার্ড থাকলে তারা অন্য ধরনের সামাজিক সহায়তার জন্য আর যোগ্য নয় বলে জানানো হয়েছে।

যশোর শহরের কিছু দলিত উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে তাদেরকে এটা কখনোই জানানো হয়নি যে তারা আসলে ঠিক কি পরিমাণ ভাতা পাবেন এবং তাদেরকে সেই পরিমাণ অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যতটা পৌরসভার কাউন্সেলর প্রদান করবেন। কোভিড-19 মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পরেই তাদেরকে কাউন্সেলর জানিয়েছিলেন যে তাদের প্রতিবন্ধী ভাতা বন্ধ করা হয়েছে এবং সরকারিভাবে তাদের জন্য কোভিড-19 এর জরুরি খাবার ও অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। একজন উত্তরদাতা মন্তব্য করেছিলেন যে 'দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধীদের পরিষেবার বিষয়ে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেউ কোনোদিন খবর নেননি, এবং নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেম্বাররাও প্রতিবন্ধী কার্ড প্রদানের জন্য আমাদের আবেদনকে প্রত্যাখান করেছিলেন।'

আদিবাসী লোকদের ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা অনুমান করেছেন যে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও কম লোকের এই প্রতিবন্ধী কার্ডটি রয়েছে। তাদের মতে যখন তারা ইউনিয়ন কাউন্সিলে প্রতিবন্ধী কার্ডের জন্য যান তখন তাদেরকে বলা হয় যে আদিবাসী লোকদের জন্য কোনো কার্ড বরাদ্দ নেই যেটা তারা তাদের জাতিগত ও প্রতিবন্ধী স্ট্যাটাসের উপর ভিত্তি করে সরাসরি বৈষম্য হিসেবে মনে করেন। ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা অফার করা হলেও আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে প্রধান সম্প্রদায়গুলোর সদস্যদের প্রথমে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে খুব সীমিত পরিষেবায় তাদের অ্যাক্সেস রয়েছে। সেই আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগুলো সেই সুবিধাটিতেও অ্যাক্সেস পেতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র দীর্ঘ আলাপচারিতার সূত্রে বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের কারণেই। এমনকি 2020 সালের মার্চে কোভডি-19 মহামারী ছড়িয়ে পর থেকে কার্ডধারীরা কেউই FGD এর সময় পর্যন্ত কোনো ভাতা পাননি।

কালীঘাট চা বাগানে আনুমানিক 200 জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে প্রায় সবারই প্রতিবন্ধী কার্ড রয়েছে কারণ ইউনিয়নের একজন সদস্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্ড এবং আনুষঙ্গিক ভাতা পেতে সহায়তা করার জন্য খুব সক্রিয় ছিলেন বলে জানা গেছে। এগুলো স্বত্ত্বেও এলাকার সব যোগ্য ব্যক্তির কার্ড ছিল না, আবার কেউ কেউ জানিয়েছেন যে তাদের কার্ড থাকলেও ভাতা পাননি।

অন্যান্য চা বাগানে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অবশ্য প্রতিবন্ধী ভাতার সমান অ্যাক্সেস পাননি। কিছু ইউনিয়নের সদস্য জানিয়েছিলেন যে তারা চা বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ ধরনের কোনো বরাদ্দ পাননি। প্রতিবন্ধী কার্ডধারীরা

একটি মাসিক 750 টাকা (আনুমানিক 7 মার্কিন ডলার) যেটা ত্রৈমাসিক হিসেবে (টাকা) পাওয়ার কথা থাকলেও উত্তরদাতারা জানিয়েছেন তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতি বছর একটি ত্রৈমাসিকের টাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তারা কখনোই ইউনিয়ন সদস্যদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেননি এমনকি ইউনিয়ন সদস্যরাও তাদের এ বিষয়ে কোনোকিছু বলেননি। সামান্য প্রতিবন্ধী ভাতা দিয়ে তারা ছাগল ও হাঁস-মুরগি কিনে লালন-পালন করতে পারলেও তা তাদের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়।

যারা প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা শৈশবে প্রতিবন্ধী হয়েছিলেন তাদের জন্য কার্ডের এক্সেস সংরক্ষিত হিসেবে ধরা হয়; কিন্তু যারা কর্মস্থলে বা দুর্ঘটনার জন্য প্রতিবন্ধী হয়েছেন তাদের জন্য প্রতিবন্ধী কার্ডটি প্রযোজ্য নয় এবং সেকারনেই সরকার ও অন্যান্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবাটি তাদের প্রদান করা হয় না।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরি করতেন আরিফিন নায়েক (51)। তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন, যার ফলে তিনি আগের মতো হাঁটতে পারতেন না। তার নিয়োগকর্তা তাকে আর কাজে নেননি এবং তাকে মাত্র বাংলাদেশি টাকায় 9000 টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে একটি প্রতিবন্ধী কার্ড পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি তা পাননি।

শিক্ষার অধিকার

শিক্ষা নীতি 2010 অনুসারে শিশু ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত এবং এটি RPPDA এ আরো পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যদিও RPPDA একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেয়, এটি মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দুটি পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা, একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং একটি বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিধিবদ্ধ করে। সমন্বিত ব্যবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রাথমিক বিদ্যালয়) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়; যেখানে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় অক্ষম ব্যক্তিদের মাধ্যমে ন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষা স্কুলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কমিটি সরকারের 'অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নের বিপরীতে বিচ্ছিন্ন ও বিশেষ শিক্ষার উপর অত্যধিক নির্ভরতা [...]' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত শেখানোর-শিখণ উপকরণের অভাব রয়েছে। স্কুল ভবনে প্রবেশের জন্য পরিবহনের পরিমান সীমিত; অ্যাক্সেসযোগ্য ফরম্যাটে শিখন উপকরণের খাটতি আছে এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দে ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি করে না এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক শিক্ষার উদ্দ্যোগ জটিল পর্যায়ের প্রতিবন্ধী বা যাদের অতিরিক্ত উচ্চ মাত্রার সহায়তা প্রয়োজন তাদের চাহিদাগুলো পুরণ করতে পারে না।[47] অন্তর্ভুক্তিমুলক শিক্ষায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা খুব কমই সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বর্তমানে তার চতুর্থ পর্যায়ে (চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম 2018-2023 (PEDP4)[48] রয়েছে, এবং শিক্ষার জন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকারগুলোকে শক্তিশালী করে তুলছে। এটি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য তার চাহিদা-ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করে। এটি সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখে যার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাটি একটা বিষয়ের উপর জোর দিয়ে থাকে সেটা হলো 'লিঙ্গ, জাতিগত, সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, শ্রেণি, বর্ণ এবং অক্ষমতা নির্বিশেষে সারা দেশে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নির্বিশেষে সকল শিশুর অবশ্যই শিক্ষার সমান সুযোগ থাকতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনা ব্যতিত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রবেশাধিকারের সমস্যা মোকাবেলার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। অনেক আদিবাসী লোকজনের তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে কিন্তু এই কাঠামোর কোনোটাই প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বা শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় সাংকেতিক ভাষা উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি করেনি।

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বেশ কঠিন হয়ে উঠতে পারে। আমাদের FGD এর উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য রয়েছে যেমন প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে ভর্তির বিষয়টি প্রত্যাখান করা হতে পারে অথবা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের মাধ্যমেও বিরক্ত করা হতে পারে।

দলিত পিতা মাতারা উল্লেখ করেছেন যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুলের অভাব রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের খুব কম একটা অংশই উল্লেখ করেছেন যে তারা মুল ধারার স্কুলগুলোতে গিয়েছিলেন কিন্তু আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অপর্যাপ্ত সহায়তার কারনে তাদেরকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে।

গ্রাম্য এলাকার দলিত উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। যশোরে দলিত কলোনি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি বাক-প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুল রয়েছে কিন্তু ওই স্কুলের খরচ বহনে তারা কেউই সক্ষম নন।

গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ কেউ কখনো দলিত প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা বা অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে দেন না। যদি তারা খেলতে চায় তাহলে তাদেরকে উপহাস করা হয়, থামিয়ে দেওয়া হয় ও খেলার মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে দলিত শিক্ষার্থীরা স্কলারশীপের মতো শিক্ষাগত সুযোগের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

সামিয়া রুমা (15) স্কুলে সে ভালোই করছিল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে থাকার সময় তার অবস্থান ছিল 35 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 18 তম। কিন্তু তার কথা বলতে সমস্যা হলো এবং এই কারণেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করতেন এবং তাকে স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। যেহেতু প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাদের কলোনির আশেপাশে কোনো আলাদা স্কুল নেই কাই শিক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে পড়ালেখা করতে পারেনি।

লক্ষ্যযুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী শিশুদের আশেপাশে আলাদা কোনো স্কুল নেই এবং অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী শিশুদের মুল ধারার স্কুলগুলোও ভর্তি নিতে অস্বীকৃতি জানা। উত্তরদাতার জানিয়েছেন যে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শারীরিক অ্যাক্সেসিবিলিটির উন্নত করার জন্য র‍্যাম্প থাকলেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে মৌখিক ভাবে নির্যাতন করা হয় এবং স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং বিনোদনমুলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

চা বাগান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে চা বাগানের ভেতরে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেয়ায়িত হাসপাতাল নেই এবং খুব কম সংখ্যক সরকারি স্কুল এবং NGO-গুলোর মাধ্যমে প্রদত্ত কিছু প্রি-স্কুল শিক্ষামুলক সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। চা বাগান কর্তৃপক্ষই শিশুদের স্কুলগুলো পরিচালনা করে কিন্তু তাদেরকেও শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ এবং উপকরণ স্বল্পতা কারণে যথাযথ শিক্ষা প্রদানের জন্য কঠিন বাধা অতিক্রম করতে হয় এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি প্রত্যাখান করতে হয়।

এমনকি NGO পরিচালিত স্কুলগুলোতেও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়ক ডিভাইসের মূল অভাব থেকে তৈরি হওয়া বাধা সহ উপস্থিত থাকার কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেই। চা বাগানগুলো হুইচ চেয়ার চলাচলের উপযোগী নয় তাছাড়াও স্কুলের দূরত্ব অনেক সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের ঝড়ে পরার কারণ হয়ে দাড়ায়। চা বাগানের স্কুলগুলোতে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

বিহারীরা দারিদ্র্য এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা করার জন্য তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কারণে ঝড়ে পরার উচ্চ হারের সাথেও লড়াই করে। সহপাঠী এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে বৈষম্যও ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[49] উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে এই পরিস্থিতিতে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পড়াশোনার প্রতি কম ঝোঁক রয়েছে।

‘আমি জেনেভা ক্যাম্প ঘেরা মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম। এটা আমার এলাকা, কিন্তু আমার বিহারী পরিচয়ের জন্য স্কুলে আমাকে বহিরাগত হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। আমাদেরকে আমাদেরই সহপাঠীদের কাছে গালিগালাজ, শরীরিক নির্যাতন সহ চরম অপমানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের সম্প্রদায় থেকে আমাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে কখনো চিন্তাও করতে পারি না।
বিহারী জনগোষ্ঠী, জেনেভা ক্যাম্পের বাসিন্দা

এই বিরুপ পরিবেশ থাকার পরেও বিহারী প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে যায় কিন্তু তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তারা সেটা অব্যাহত রাখতে পারে না যেমন বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বা ব্রেইল মেশিন ও শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের মত সহায়ক ডিভাইস। অংশগ্রহণকারীদের মতে, স্কুলটি প্রতিবন্ধী শিশুদের থাকার ব্যবস্থা করা বোঝা বলে মনে করেছিল এবং পরিবর্তে তাদের একটি বিশেষ স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। যাহোক, বিশেষায়িত স্কুলগুলোতে নির্দিষ্ট একটা ফি রয়েছে যা তাদের নাগালের বাইরে রাখে।

তথ্যে প্রবেশাধিকার

CRPD লভ্য সহায়তা, সহায়ক পরিষেবা ও সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি সহায়ক ডিভাইস ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রবেশাধিকারযোগ্য তথ্য প্রদান করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে। যদিও প্রতিটি FGD এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য

সরকারের কাছ থেকে উপলব্ধ সহায়তা এবং সেইসাথে অক্ষমতার কারণ সম্পর্কে খুব কম সচেতনতার মাত্রা স্পষ্ট ছিল।

দলিত উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে পরিচর্যা প্রদানকারী ও সম্প্রদায় সদস্যরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা যেমন কোন ধরনের পরিষেবা প্রয়োজন এবং এটি কোথায় পাওয়া যাবে এগুলোর ব্যাপারে সংবেদনশীল নন। গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার উত্তরদাতারাই প্রতিবন্ধিতার কারণের ব্যাপারে খুব সামান্য পরিমান সচেতনতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং এটা এমন একটা ত্রুটি যা সবকটি FGD এ দেখা গিয়েছিল।

আলাদা সরকারি পরিষেবা বিষয়ক তথ্যের অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে এটা মনে করা হয় যে গ্রাম্য দলিত উত্তরদাতারা শহরের দলিতদের চেয়ে তথ্যের ক্ষেত্রে আরো ভালো অ্যাক্সেস পেয়েছেন এবং এদের মধ্যে আরেকজন উল্লেখ করেছেন যে স্বাস্থ্যসেবা প্রচারকরা দলিত কলোনিতে প্রবেশ করতে চান না। শহরের উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে বাংলাদেশ দলিত ও এক্সক্লুডেড রাইটস মুভমেন্ট (BDERM) এর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা প্রতিবন্ধী কার্ড, সহায়ক ডিভাইস ইত্যাদি যেগুলো তাদের কাছে কয়েক বছর আগেও অজানা ছিল সে বিষয়গুলোর ব্যাপারে জানতে পেরেছেন। FGD জুড়ে, NGO-গুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

সবগুলো সম্প্রদায় থেকে উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই RPPSA অথবা এর মধ্যে থাকা অধিকারগুলোর সাথে পরিচিত ছিলেন না। এদের অনেকেই প্রতিবন্ধী কার্ড প্রদানকারী সরকারি অফিসটি কোথায় সেটা জানেন না বা কীভাবে সহায়ক ডিভাইস নিতে হয় সে বিষয়ে জানতেন না।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর সরকারের আদমশুমারি জরিপে সচেতনতার মাত্রা কম ছিল: এই সমীক্ষাটিতে দলিত অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল; অন্যরা বলেছিল যে তারা সমীক্ষাটির সাথে পরিচিত কিন্তু একজন ডাক্তারের কাছে অক্ষমতা স্বীকার করতে হবে যার কারণে তারা অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। FGD অংশগ্রহণকারীদের বড় একটা সংখ্যা অবশ্য কখনোই সমীক্ষার কথা শোনেননি। সরকারিভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হওয়া সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস পাওয়ার প্রথম পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি।

নারীদের অধিকারসমূহ

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকারের কথা RPPDA সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে না এমনকি সাধারণভাবে প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকারের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেয় না। নারীদের জন্য RPPDA তার নিজের গঠন করা বিভিন্ন কমিটিতে আসন সংরক্ষণ করে কিন্তু এগুলোর কোনোটাই প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য তেমন ভাবে সংরক্ষণ করে না। প্রতিবন্ধী নারীদের বৈষম্যমুক্ত জীবন অথবা আইনের বিধানগুলির সমান ভাবে উপভোগ নিশ্চিত করার জন্য কোনো ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা বা কোনো ধরনের অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে কোনো মনযোগ প্রদান করা হয় না। এভাবে CRPD থেকে প্রাপ্ত নারী অধিকারগুলোর জন্য আইনি বিধানগুলো RPPDA এর জন্য খুব সীমাবদ্ধ হয়ে উঠে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 2008 সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আওতায় প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। হালনাগাদকৃত 2011 সালের নীতিসমূহে[50] প্রতিবন্ধী নারীদের ব্যাপারে আরেকটু আলোকপাত করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিল সমাজের সাথে একীকরণ ও অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা, পুনর্বাসন এবং পারিবারিক সহায়তার জন্য প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা সহ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। প্রান্তিক সংখ্যালঘু গ্রুপগুলো থেকে আসা নারীদের অধিকারগুলো তাদের উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে টেকসই করা এবং বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভাব্য সংশ্লিষ্ট দুর্বলতা এবং তাদের অধিকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোথাও কিছু বলা নাই।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারীরা তাদের জাতিগত ও লিঙ্গের কারণে মারাত্মক কিছু বৈষম্যের শিকার হয় যেটা প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রে আরো বেশি মারাত্মক হয়ে উঠে। সব ধরনের সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী নারীরা যে বিশেষ কষ্টকর পরিস্থিতি ও বড় পরিসরের দুর্বলতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন সেটা উল্লেখ করা হয়েছিল।

সম্প্রদায়ের ভেতরে বা সম্প্রদায় থেকেই বৈষম্যের বিষয়টি সাধারণ একটা ব্যাপার। দলিত মায়েদের প্রতিবন্ধী সন্তান জন্মদানের জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে যেগুলো তাদেরকে আরো বেশি একাকীত্বের দিকে নিয়ে যায়। দলিত ও আদিবাসী উভয় সম্প্রদায়েই প্রতিবন্ধী মেয়ের বিয়ের আয়োজন করার জন্য অনেক পিতা-মাতাকেই কঠিন সংগ্রাম করতে হয় কারণ প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য যৌতুকের পরিমাণ অনেক বেশি। বিয়ে হয়ে যাবার পরেও কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েদের তাদের স্বামী ও শশুরবাড়ীতে বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও খারাপ আচরণ এমনকি কিছু ক্ষেত্রে চরম আকারের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কিছু অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে বিহারী প্রতিবন্ধী নারীদের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগের বিষয়টি উঠে এসেছিল।

প্রতিবন্ধী দলিত ও আদিবাসী নারীদেরকে সাধারণত তাদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকাসুত্রে পাওয়া অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হয়। যদিও কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ে নারীদের সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু আইনি ও প্রথাগত কাঠামো বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের

সম্পত্তির দখল নেওয়ার বিষয়টি অনুমোদিত থাকে না যেহেতু এটা মনে করা হয় যে তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত নয়। বিহারী উত্তরদাতাদের মতে প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে তাদের পিতামাতারা তেমন একটা গুরুত্ব প্রদান করেন না।

আদিবাসী উত্তরদাতারা এটাও জানিয়েছে যে প্রতিবন্ধী নারীরা মুল সম্প্রদায়ের লোকজনের মাধ্যমে যৌন সহিংসতা ঘটতে পারে এমন একটা ঝুঁকিতে রয়েছেন।

স্মৃতি* 21, গোবিন্দগঞ্জের একজন আদিবাসী মহিলা। সে স্পাইনাল কর্ডে আঘাতের কারণে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। স্মৃতি বয়স যখন 6 মাস তখন সে পড়ে যায় এবং আহত হয়। কিন্তু অসচেতনতা ও তথ্য না জানার কারনে তার পিতামাতা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি এর পরিবর্তে তারা তাকে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছেই নিয়ে গিয়েছিল। তার পিতামাতা এখন তার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত এবং তার বিয়ের আয়োজনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এগোতে থাকে তখন গ্রামবাসীরা কোনো প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এসমস্ত কারণেই স্মৃতি এখন আর বিয়ে করতে আগ্রহী নয়। সে

* নিরাপত্তার কারণে তার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

জনগণের পরিষেবায় সমান অ্যাক্সেস এবং রাজনৈতিক অধিকার

FGD উত্তরদাতাদের অনেকেই উদ্বিগ্ন যে স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলো তাদের উদ্বেগ সমাধানে হয় অপারগ নয়তো অনিচ্ছুক। দলিতরা এটা জানিয়েছিল যে যদি ইউনিয়ন কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত কোনো মিটিং এ প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিরা মিটিংয়ের সামনের সারিতে গিয়ে বসে তাহলে তাদেরকে পেছন দিকে বসার জন্য জোর করা হতো।

একজন প্রতিক্রিয়াকারী বলেন "দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানীয় ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও কখনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর রাখেন না এমনকি তাদেরকে সরকারি সমীক্ষাতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।" "নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যরাও আমাদের একটা প্রতিবন্ধী কার্ড প্রদানে অনিহা প্রকাশ করেন।"

যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার দলিত উত্তরদাতারা জানিয়েছিলেন যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সকলের জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ড রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ করেছিল যে নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা দলিতদের কাছে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনেক ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল কিন্তু তারা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সেগুলোর কিছুই প্রদান করেনি।

দারিদ্রতা ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার

অপুষ্টি, নিম্নমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন বা কাজের পরিবেশ সহ দারিদ্রতার প্রভাব প্রতিবন্ধীতার হার বাড়িয়ে তুলতে পারে।[51] প্রতিবন্ধীতার কারণে বৈষম্য চাকরি ও শিক্ষা, বেকারত্ব, উপার্জন কমে যওয়া ও অতিরিক্ত মেডিকেল ও পরিবহন খরচে বাধা সৃষ্টি করার কারণে দারিদ্রতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এর ফলে বৈশ্বিক ভাবে প্রতিবন্ধীর পরিবারগুলোতে দারিদ্রতার হার অনেক বেশি থাকে।[52] প্রতিবন্ধীতা ও বৈষম্য দারিদ্রতার কারণ ও ধারাবাহিকতা উভয়ই হতে পারে।[53]

প্রায় সকল FGD উত্তরপ্রদানকারীই তাদের সম্প্রদায়ের দারিদ্রতার প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরেছিল যেটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে তোলে। দলিতরা এটা বলেছিল যে যখন তাদের বেশিরভাগই পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করা অব্যাহত রাখার সময় তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষই শারীরিক ভাবে ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এই খাতে কাজ করেন এবং এর পরিবর্তে তারা তাদের পরিবারের মধ্যেই তাদের কাজকে সীমাবদ্ধ রাখছেন।

অপুষ্টি ও অক্ষমতা সম্পর্কযুক্ত। অপুষ্টি ভ্রূণের[54] জন্মের পূর্বে ও পরের শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে এবং প্রতিবন্ধী শিশুরা অপুষ্টির বাড়তি ঝুঁকিতে পরতে পারে;[55] অপুষ্টি রিকেটের মতো সম্ভাব্য প্রতিবন্ধীতার মত রোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।[56] টিকাদানে অ্যাক্সেসের অভাবের ফলে পোলিও এর মতো প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে আজীবনের মত প্রতিবন্ধিতা তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশের যে কোনো খাতের শ্রমিকের চেয়ে চা শ্রমিকদের বেতন কম দেওয়া হয়। ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং মৌলিক জীবনযাত্রার অনেক কম মজুরি তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার একটা স্থির পর্যায়ে রাখে। চা শ্রমিকদের বেশির ভাগ অংশই উল্লেখ করেছেন যে গর্ভবতী মায়েরা পুষ্টিকর খাবার খেতে পায় না এবং সে কারনে তারাও তাদের শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দিতে পারেন না। তাদের খাবারে সাধারণত ভাত/চাপাটি, আলু ভর্তা, চা পাতা এবং চাটনি (আচার) থাকে। উত্তর প্রদানকারীরা মনে করেন যে তাদের কাছে পুষ্টিকর খাবারের অভাব চা বাগানের লোকজনদের মাঝে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে ভূমিকা রাখছে।

কর্মসংস্থানের জায়গায় RPPDA প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি যে কোনো ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু কর্মসংস্থানের এলাকাগুলোতে এ ধরনের বৈষম্যের সমাধান নিশ্চিত করার

বিশেষ কোনো মানদণ্ড নেই। এটি স্বীকার করতেও ব্যর্থ হয় যে মনস্তাত্ত্বিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সুবিধাবঞ্চিত হতে পারে। রাইটস অব পারসন উইথ ডিজেবিলিটি (CRPD কমিটি) কমিটি 2022 সালের তার পর্যালোচনায় বাংলাদেশে চা বাগানে কর্মরত নারী ও শ্রমিকদের হয়রানি সহ বৈষম্যমূল আচরণের ব্যাপারে উদ্বেগের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল।

সরকারি খাতে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এক শতাংশ কোটা সংরক্ষন করে।[57] প্রাইভেট সেকটরে কোনো কোটার প্রয়োজন নেই। 2022 সালে CRPD কমিটি উল্লেখ করেছিল যে এই এক শতাংশ কোটা খুবই কম।[58] দলিত উত্তর প্রদানকারীদের কেউই কর্মসংস্থানের এই কোটা সম্পর্কে অবহিত নন।

দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য সরকারিভাবে বিনামূল্যের প্রদত্ত কারিগরি প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের প্রবেশাধিকার সহজ নয়। দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিরা কাজ করতে সক্ষম নন। একজন বিহারী অংশগ্রহনকারী জানিয়েছিলেন যে তিনি সব সময়ের জন্যই একজন রাধুনী হতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে কেউই তাকে শিক্ষানবিশ হিসেবে গ্রহন করেননি। ফলশ্রুতিতে, তিনি নিজেই শিখিয়েছিলেন এবং নিজের চটপটির স্টল খুলেছিলেন।

উপসংহার

যদিও এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য এবং মতামতগুলো শুধুমাত্র প্রাথমিক তথাপি এটি সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মোকাবলা করছে, চলমান রয়েছে এমন কাঠামোগত বৈষম্যের দিকটিকেই তুলে ধরে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাধা তাদেরকে বাংলাদেশে তাদের অধিকারসমূহে প্রবেশাধিকার থেকে বিরত করে যাচ্ছে। এই বৈষম্য স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস সহ তাদের জীবনের সকল দিককে প্রভাবিত করে। তবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের নিবিড় সহযোগিতা এবং অর্থবহ অংশগ্রহণে এই অধিকার লঙ্ঘনের পরিমাণ মূল্যায়ন করার জন্য আরো ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। নারীর অধিকার, সহিংসতা ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ এবং সাধারণভাবে এই সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায় বিচারের অ্যাক্সেস সম্পর্কিত এই প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে সত্য। তাদের প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলার লক্ষ্যযুক্ত অ্যাপ্রোচ ছাড়া, নতুন নীতি প্রণয়ন এবং তাদের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিদ্যমান নীতি ও আইন সংশোধন উভয়ের মাধ্যমে তারা ক্রমবর্ধমান প্রান্তিককরণ এবং বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থায় উপেক্ষিত হওয়ার আরো বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

সংযোজন

	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)	সম্প্রদায়	মোট অংশগ্রহণকারী			অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী		
			নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট
1	FGD ওয়ারী, ঢাকা	দলিত	7	7	14	4	6	10
2	FGD ওয়ারী, ঢাকা	দলিত	6	8	14	3	7	10
3	FGD মিরানজিলা, ঢাকা	দলিত	8	7	15	4	6	10
4	FGD গণকটুলি, ঢাকা	দলিত	8	6	14	5	5	10
5	FGD তালা, সাতক্ষীরা	দলিত	7	8	15	4	6	10
6	FGD যশোর	দলিত	8	14	22	3	12	15
7	FGD শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	চা বাগানের সম্প্রদায়	7	9	16	4	6	10
8	FGD শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	চা বাগানের সম্প্রদায়	7	8	15	3	7	10
9	FGD ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর	সাঁওতাল আদিবাসী	7	9	16	2	8	10
0	FGD গাইবান্ধা	সাঁওতাল আদিবাসী	8	8	16	3	7	10
11	FGD জেনেভা ক্যাম্প, ঢাকা	উর্দুভাষী বিহারী সম্প্রদায়	10	5	15	6	4	10
12	FGD মোহাম্মদপুর CC ক্যাম্প	উর্দুভাষী বিহারী সম্প্রদায়	4	11	15	1	9	10
13	FGD মিরপুর	উর্দুভাষী বিহারী সম্প্রদায়	9	4	13	5	3	8
		মোট	**96**	**104**	**184**	**47**	**86**	**133**

নোট

1 এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে, 'সংখ্যালঘু' বলতে সেই গোষ্ঠীগুলোকে বোঝায় যারা জাতিগত, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং জাতীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের আওতায় থাকে এবং সেটা এই প্রতিবেদনের উদ্দ্যেশের ক্ষেত্রে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের শিকার এবং চা বাগানের সম্প্রদায়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে আদিবাসীদের আত্ম-পরিচয়ের পাশাপাশি আদিবাসী অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে তাদের প্রয়োজনের জন্য বিশেষভাবে প্রদত্ত শক্তিশালী অধিকার সুরক্ষার কারণে আদিবাসীদের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

2 'বৈষম্য বিরোধী বিল 2022: বিষেষজ্ঞরা যা বলেন', 16 মে 2022, দ্য ডেইলি স্টার, প্রকাশের তারিখ 8 ডিসেম্বর 2022, https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/the-anti-discrimination-bill-2022-what-experts-say-3024531

3 Ibid.

4 মাহবুব ভূঁইয়া, 'বাক স্বাধীনতার দ্বিধা, ঘৃণামূলক বক্তব্য থেকে স্বাধীনতা', 15 সেপ্টেম্বর 2022, নিউ এজ, 26 ফেব্রুয়ারি 2024 সংগৃহীত, https://www.newagebd.net/article/181075/dilemma-of-freedom-of-speech-freedom-from-hate-speech

5 মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যারা বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরের ভিতরে এবং বাইরে বসবাস করছে এই প্রতিবেদনের সুপারিশে তাদের বিবেচনা করতে হবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এই প্রত্যক্ষ গবেষণার মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু করা যায়নি তবে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও প্রচারের জন্য সরকারের সকল প্রচেষ্টায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

6 ইফতেখায়রুল করিম।, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় জরিপ (NSPD) 2021, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন 2022 http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2022-06-13-15-24-ca6f018ab83c88a4db8ff51386439794.pdf

7 জেনেভায় ইউনাইটেড নেশনস ইনফরমেশন সার্ভিস।, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কমিটির বিশেষজ্ঞরা দেশীয় আইনে কনভেনশন অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন, শিশুহত্যা এবং কর্মসংস্থান সহায়তা সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন'।, 26 আগস্ট 2022, ohchr.org ওয়েবসাইট।, সংগৃহীত 13 ডিসেম্বর 2022, https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-rights-persons-disabilities-commend-bangladesh-incorporating

8 ওয়েবসাইট: https://www.rsisinternational.org/journals/ijrsi/digital-library/volume-8-issue-9/39-44.pdf; বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (BSS)।, 'প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হলে BSS-03 নারী প্রতিবন্ধীদের সাথে এগিয়ে যেতে পারে', 29 জানুয়ারি 2020, সংগৃহীত 13 ডিসেম্বর 2022, ওয়েবসাইট: https://wp.bssnews.net/?p=341128

9 WHO লাইব্রেরি ক্যাটালগ-ইন-পাবলিকেশন ডেটা, WORLD REPORT ON DISABILITY 2011.,বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, 2011।ওয়েবসাইট: https://documents1.worldbank.org/curated/en/665131468331271288/pdf/627830WP0World00PUBLIC00BOX361491B0.pdf

10 সংখ্যালঘু অধিকার গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি: বাংলাদেশ, 26 ফেব্রুয়ারি 2024 সংগৃহীত https://minorityrights.org/country/bangladesh/

11 সংখ্যালঘু অধিকার গ্রুপ আন্তর্জাতিক, হুমকির মুখে: বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ।, MRG, যুক্তরাজ্য, 2016 নভেম্বর। https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2016/11/MRG_Rep_Ban_Oct16_ONLINE.pdf; বাংলাদেশের সমতল ভূমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি: ল্যান্ড, ডিগনিটি, এবং ইনক্লুশন।, ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট, 2020 https://www.iri.org/wp-content/uploads/2022/01/bangladesh-plainland-1_2.pdf

12 আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়ার্ক গ্রুপ, 'বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী', 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত https://www.iwgia.org/en/bangladesh.html#:~:text=The%20government%20of%20Bangladesh%20does,the%20Bengali%20population%20are%20mentioned।

13 আন্তর্জাতিক নিপীড়িত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক।, 'বাংলাদেশ'।, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত https://idsn.org/countries/bangladesh/

14 নাজমুল আহসান বলেছেন, 'ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই: গণকটুলি কলোনির নিপীড়িত সম্প্রদায় উচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে'।, 26 মে 2017, দ্য ডেইলি স্টার, 14 ডিসেম্বর 2022, সংগৃহীত, https://www.thedailystar.net/star-weekend/spotlight/no-room-the-forgotten-1410805

15 22 এপ্রিল থেকে 3 মে 2013 তারিখে অনুষ্ঠিতব্য 16তম ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ সেশনের জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কিত যৌথ এনজিও যোগদান: বাংলাদেশে নিপীড়িতদের মানবাধিকার পরিস্থিতি, বিডিইআরএম, বিডিইডব্লিউএফ, সিটিজেনস ইনিটিভ এবং আইডিএসএন।, অক্টোবর 2012।https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session16/BD/JS7_UPR_BGDS16_2013_Jointsubmission7_E.pdf

16 আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়ার্ক গ্রুপ।, 'বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী''। 14 ডিসেম্বর 2022, সংগৃহীত https://www.iwgia.org/en/bangladesh.html

17 বাংলাদেশের সমতল ভূমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি: ল্যান্ড, ডিগনিটি, এবং ইনক্লুশন।, ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট, 2020।https://www.iri.org/wp-content/uploads/2022/01/bangladesh-plainland-1_2.pdf

18 Ibid.

19 Ibid.

20 সাইফুল ইসলাম, 'বাংলাদেশে চা ধর্মঘট হত-দরিদ্র শ্রমিকদের মুদ্রাস্ফীতির দুর্দশা তুলে ধরেছে'

21 প্রতিদিন $1.50 বৃদ্ধির প্রস্তাবের পরেও-- $3 চাহিদার অনেক কম' হওয়ায় বিক্ষোভ আবার শুরু হয়।, 20 আগস্ট 2022।, নিক্কেই এশিয়া।, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://asia.nikkei.com/Economy/Inflation/Bangladesh-tea-strike-spotlights-poorest-workers-inflation-plight#:~:text=There%20are%20100%2C000%20permanent%20tea,They%20support%20some%20500%2C000%20dependents।

22 Ibid.

23 কোভিড-19 জরুরি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের চা বাগানের শ্রমিকদের সহায়তা: একটি কেস রিভিউ।, অ্যাওয়ারনেস উইথ হিউম্যান অ্যাকশন (AHA), 2021।https://www.peacemakersnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/supporting-tea-garden-workers.pdf

24 রক রোনাল্ড রোজারিও, 'কোভিড-19 বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের দুর্দশাকে আরো তীব্র করে তুলেছে'।, 16 জুলাই 2020।, UCA নিউজ।, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://www.ucanews.com/news/covid-19-intensifies-misery-of-bangladeshs-tea-workers/88792

25 'শোষিত এবং প্রান্তিক, বাংলাদেশী চা শ্রমিকরা তাদের অধিকারের জন্য কথা বলে'।, 21 মার্চ 2021।, জাতিসংঘ, UN নিউজ।, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://news.un.org/en/story/2021/03/1087622

26 আফসান চৌধুরী, 'চা শ্রমিক কারা? একটি সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল'।, 25 আগস্ট 2022।, UNB নিউজ, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://unb.com.bd/category/opinion/who-are-the-tea-workers-a-brief-profile/99512; ইফফাত ইদ্রিস, বাংলাদেশের চা শিল্পের মধ্যে আধুনিক দাসপ্রথা।, K4D, 2018। https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5aafcc5be5274a7fbe4fbb1e/Modern_Slavery_within_the_Tea_Industry_in_Bangladesh.pdf

27 স্টিফেন উত্তম ও রক রোজারিও, 'ক্রমাগত দাসত্বে আটকে পড়া বাংলাদেশি চা শ্রমিকরা: প্রায়শই জাতিগত সংখ্যালঘু থেকে আগত, দেশের 167 টি চা বাগানের বেশিরভাগ শ্রমিক চরম দারিদ্র্যে সীমার মধ্যে বাস করে'।, 23 জুন 2021, UCA নিউজ, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://www.ucanews.com/news/bangladeshi-tea-workers-trapped-in-eternal-slavery/92533; ইফফাত ইদ্রিস।, বাংলাদেশের চা শিল্পের মধ্যে আধুনিক দাসত্ব।, K4D, 2018। https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5aafcc5be5274a7fbe4fbb1e/Modern_Slavery_within_the_Tea_Industry_in_Bangladesh.pdf

28 'প্রতিবন্ধী আইন ও কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে', 2 অক্টোবর 2020, প্রথম আলো, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://en.prothomalo.com/bangladesh/roundtable/disability-act-and-action-plan-must-be-implemented

29 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধী অধিকারের বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে'।, 6 মার্চ 2021, TBS রিপোর্ট, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://www.tbsnews.net/bangladesh/it-time-rethink-disability-rights-issues-inclusive-development-212071

30 বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী অধিকার, সিডা।, 2014। https://web.archive.org/web/20221006163513/https://cdn.sida.se/app/uploads/2021/05/10142908/rights-of-persons-with-disabilities-bangladesh.pdf

31 2018 CRPD রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন

32 Ibid.

33 https://msw.portal.gov.bd/sites/default/files/files/msw.portal.gov.bd/page/3cfc60eb_2a01_4337_988e_01dbfbd9efd5/Action%20Plan%20Final.pdf?fbclid=IwAR14WVn7otp8zkapz-YhI9uxRcxm07u3ze9uuPrykInxJCNnM8kIz2Cc8vE

34 জেনেভায় ইউনাইটেড নেশনস ইনফরমেশন সার্ভিস।, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কমিটির বিশেষজ্ঞরা দেশীয় আইনে কনভেনশন অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন, শিশুহত্যা এবং কর্মসংস্থান সহায়তা সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন'।, 26 আগস্ট 2022, ohchr.org ওয়েবসাইট।, সংগৃহীত 14 ডিসেম্বর 2022, https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-rights-persons-disabilities-commend-bangladesh-incorporating

35 সংখ্যালঘু অধিকার গ্রুপ আন্তর্জাতিক, হুমকির মুখে: বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ।, MRG, যুক্তরাজ্য, 2016 নভেম্বর।https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2016/11/MRG_Rep_Ban_Oct16_ONLINE.pdf

36 শফি মোঃ মোস্তফা।, 'বাংলাদেশের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস: টু বি অর নট টু বি সেক্যুলার'। 6 ডিসেম্বর 2021, দ্য ডিপ্লোম্যাট, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://thediplomat.com/2021/12/bangladeshs-identity-crisis-to-be-or-not-to-be-secular/

37 'বৈষম্য বিরোধী বিল 2022: বিশেষজ্ঞরা যা বলেন', 16 মে 2022, দ্য ডেইলি স্টার, ১৪ ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত,https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/the-anti-discrimination-bill-2022-what-experts-say-3024531

38 Ibid.

39 https://www.newagebd.net/article/181075/dilemma-of-freedom-of-speech-freedom-from-hate-speech

40 প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কমিটি, বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদনের উপর সমাপনী পর্যবেক্ষণ: CRPD/C/BGD/CO/1, 11 অক্টোবর 2022. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fBGD%2fCO%2f1&Lang=en

41 বাংলাদেশ হেলথ সিস্টেম রিভিউ।, এশিয়া প্যাসিফিক অবজারভেটরি অন পাবলিক হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড পলিসিস।, 2015। https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208214/9789290617051_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

42 Ibid.

43 ILO কান্ট্রি অফিস ফর বাংলাদেশ 2016 থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের চা বাগানের শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ বিষয়ক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন।

44 বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদনে 2019-এর সাথে সম্পর্কিত তালিকায় সমস্যার উত্তর।

45 সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি: আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, বিশ্বব্যাংক গ্রুপ সামাজিক নিরাপত্তা ও চাকরি, 2016। https://documents1.worldbank.org/curated/en/456261552536945647/pdf/135275-BRI-PUBLIC-13-3-2019-9-16-33-ProgrambriefonDAF.pdf

46 Ibid.

47 ডিজঅ্যাবিলিটি-ইনক্লুসিভ এডুকেশন প্র্যাকটিসেস ইন বাংলাদেশ, ইউনিসেফ, নেপাল, 2021। https://www.unicef.org/rosa/media/16986/file/Country%20Profile%20-%20Bangladesh.pdf

48 Ibid; চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4): অবকাঠামো পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা নির্দেশনা, প্রাথমিক অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর 2018 https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/bangladesh_infr_planning_guideline_pedp4.pdf;

49 সাউথ এশিয়া রাজ্যের 2018 এর সংখ্যালঘু প্রতিবেদন।

50 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি 2011, https://mowca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/policies/64238d39_0ecd_4a56_b00c_b834cc54f88d/National-Women-Policy-2011English.pdf

51 প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন: সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসন (লক্ষ্য 1 ও 2), জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ, 2019। https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/poverty-hunger-disability-brief2019.pdf

52 WHO লাইব্রেরি ক্যাটালগ-ইন-পাবলিকেশন ডেটা, WORLD REPORT ON DISABILITY 2011.,বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, 2011। https://documents1.worldbank.org/curated/en/665131468331271288/pdf/627830WP0World00PUBLIC00BOX361491B0.pdf

53 রেবেকা ভালাস এবং শন ফ্রেমস্টাড, 'প্রতিবন্দীতা দারিদ্র্যের একটি কারণ এবং পরিণতি', 19 সেপ্টেম্বর 2014, TalkPoverty.org, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত https://talkpoverty.org/2014/09/19/disability-cause-consequence-poverty/

54 'আফ্রিকায় অপুষ্টি এবং স্নায়বিক প্রতিবন্দী মিথস্ক্রিয়া'।, পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিতে সেমিনারস ভলিউম 21, ইস্যু 1, মার্চ 2014, পৃষ্ঠা 42-49। https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071909114000047; 'গর্ভাবস্থায় অপুষ্টির ভূমিকা এবং মস্তিষ্ক এবং কঙ্কালের পেশী প্রসবোত্তর বিকাশের উপর এর প্রভাব', জে. ফাংস্ট্ট। মরফোল। কিনেসিওল। 2017. https://www.mdpi.com/2411-5142/2/3/30/pdf

55 নাতাশা লেলিজভেল্ড, নোরা গ্রোস, সীমা প্যাটেল, থেরেসা নেনসা, ইমানুয়েল চিমওয়েজি, মেলিসা গ্ল্যাডস্টোন, ম্যাকফারসন মালেওয়া, জোনাথন ওয়েলস, অ্যান্ড্রু সিল এবং মার্কো কেরাক, মালাউইতে প্রতিবন্ধী এবং মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল, বিএমজে গ্লোব হেলথ, 2020। https://gh.bmj.com/content/5/10/e002613; 'প্রতিবন্ধী'।, 2 ডিসেম্বর 2022, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

56 মায়েভ হিউম-নিক্সন এবং হান্না কুপার., 'নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে অপুষ্টি এবং শৈশব অক্ষমতার মধ্যে সংযোগ: পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার পদ্ধতিগত পর্যালোচনা এবং মেটা-বিশ্লেষণ'., 27 আগস্ট 2018, উইলি অনলাইন লাইব্রেরি, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tmi.13139#:~:text=Malnutrition%20may%20also%20lead%20to,public%20health%20systems%20are%20weakest.

57 মোঃ তসলিম উদ্দিন।, 'প্রতিবন্দী-অন্তর্ভুক্ত কর্মসংস্থান'।, 7 মে 2022, নিউ এজ, 14 ডিসেম্বর 2022 সংগৃহীত। https://www.newagebd.net/article/169774/disability-inclusive-employment

58 জেনেভায় ইউনাইটেড নেশনস ইনফরমেশন সার্ভিস।, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কমিটির বিশেষজ্ঞরা দেশীয় আইনে কনভেনশন অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন, শিশুহত্যা এবং কর্মসংস্থান সহায়তা সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন'।, 26 আগস্ট 2022, ohchr.org ওয়েবসাইট।, সংগৃহীত 14 ডিসেম্বর 2022, https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-rights-persons-disabilities-commend-bangladesh-incorporating

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা

Minority Rights Group

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা

এই প্রতিবেদনের মূল বিষয় হল যে দলিত, আদিবাসী, চা বাগান সম্প্রদায় ও বিহারীসহ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী আদিবাসীদের অবস্থা তুলে ধরা। মাইনরিটি রাইটস গ্রুপের এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের এনজিও নাগরিক উদ্যোগের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আইন এবং তথ্য সংগ্রহের একটি সমালোচনামূলক আলোচনার মাধ্যমে, প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেসসহ মূল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকারের উপর জোর দিয়ে থাকে।

প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে এই সম্প্রদায়গুলোর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে অসচেতন বা রাষ্ট্রীয় সহায়তা ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস পাওয়া থেকে বঞ্চিত মনে করে এবং পদ্ধতিগতভাবে বৈষম্যগুলো তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করে। লেখকরা সঠিক এবং বিচ্ছিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, বিস্তৃত বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান থাকা নীতিগুলির পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে থাকে।

এই রিসোর্সটি আইনজীবী, অ্যাক্টিভিস্ট, ক্যাম্পেইনার এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ যারা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং কল্যাণকে এগিয়ে নিতে চায় তাদের জন্য এটি হল একটি চমৎকার রেফারেন্স পয়েন্ট।

সংখ্যালঘু অধিকার গ্রুপ, 54 বাণিজ্যিক স্ট্রিট, লন্ডন ই1 6এলটি, যুক্তরাজ্য টেলিফোন **+44 (0) 20 7422 4200**
ফ্যাক্স **+44 (0) 20 7422 4201** ইমেইল **minority.rights@minorityrights.org** ওয়েবসাইট
www.minorityrights.org

ISBN অনলাইন 978-1-915898-17-3.

বিশ্বজুড়ে সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের সম্পর্কে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টের জন্য ওয়েবসাইট:
www.minorityrights.org-এ দেখুন